এসো জান্নাতের গল্প শুনি-৩

জান্নাতি হুরের চিঠি

গ্রন্থনা
মাওলানা ইকবাল হুসাইন রায়পুরী

এসো জান্নাতের গল্প শুনি-৩

জান্নাতি হুরের চিঠি

সংকলন ও গ্রন্থনা

মাওলানা ইকবাল হুসাইন রায়পুরী
তাকমীল (মাষ্টার্স) জামেউল উলূম মাদরাসা, মিরপুর-১৪, ঢাকা
ইফতা, জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়
আশরাফী
বুক ডিপো

আশরাফী
বুক ডিপো

জান্নাতি হুরের চিঠি

সংকলন : মাওলানা ইকবাল হুসাইন রায়পুরী

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ত : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায় : আশরাফী বুক ডিপো

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : আশরাফী বুক ডিপো
কওমী মার্কেট ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
০১৯১১২৯০১৩২, ০১৭০৭২৯০১৩২

দ্বিতীয় শাখা : আশরাফী বুক ডিপো
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশনায় : কুতুবখানায়ে রশীদিয়া

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অঙ্গসজ্জা : সাবেত চৌধুরী

মূল্য : ১৬০/- টাকা।

অনলাইন পরিবেশক : রকমারী, ওয়াফি লাইফ, কাতেবিন প্রকাশন

গ্রন্থকার

নাই তো 'ইলাহ্' আল্লাহ ছাড়া......প্রভু অতুলন,
তুমিই তো 'নূর' আলোক দাতা, করো যে রওশন।।

আপন জ্যোতির দিকে তারে
দেখাও সুপথ ইচ্ছা যারে,
দাও ঈমানে পূর্ণতা আর সফল জীবন।।

মাওলা মালিক তোমার জাত পাকের তাজাল্লিতে
পূর্ণ করো সব মুমিনের হৃদয় চারিভিতে।

মুহাম্মাদুর রাসূল যিনি
সব রাসূলের ইমাম তিনি
সকল নবীর শেষে যাহার ধরায় আগমন।
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে–
দরূদ পড়ি তাঁহার শানে
ধন্য মোরা যাঁর গমনে।

[কবি ফররুখ আহমদ]

জান্নাত ও জান্নাতি নাজ-নেয়ামত সম্পর্কে জানার আগ্রহ সকল মুমিন হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্খা। সকল মুমিন–মুসলমানই জান্নাত সম্পর্কে কম-বেশি জানতে চায়, শুনতে চায় জান্নাতে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত হুর-গিলমান সম্পর্কে। শুনতে চায় তাদের জন্য নির্ধারিত মান-মর্যাদা সম্পর্কে। বাজারে জান্নাত সম্পর্কে অনেক বই-ই রয়েছে। কিন্তু গল্পাকারে জান্নাতের দৃশ্যাবোলকন হয়তো এটাই প্রথম।

বাংলাবাজার ইসলামী টাওয়ারের সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আশরাফী বুক ডিপোর স্বতাধিকারী **'জনাব মাওলানা ইমরান হোসাইন'** সাহেবের অনুরোধে 'এসো জান্নাতের গল্প শুনি' সিরিজের তৃতীয় বই **"জান্নাতি হুরের চিঠি"** গ্রন্থনা করার চেষ্টা করেছি, জানি না কতটা সফল হয়ছি। প্রিয় পাঠক! এই গ্রন্থে ভালো যা কিছু হয়েছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল যা কিছু হয়েছে তা এই অধমের অযোগ্যতা ও অপারগতার কারণ।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে মুসলিম যুবকদের হিদায়াত, জান্নাত, জান্নাতের নেয়ামত, আল্লাহর দিদার লাভের আকাঙ্খী ও হুর-গিলমানদের প্রতি আগ্রহী বানিয়ে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়ার পাথেয় হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

গ্রন্থটিকে পাঠকের হাতে হাতে পৌঁছানোর গুরু দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য প্রকাশক মহোদয়ের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং এই গ্রন্থের প্রচার-প্রসারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জগতে কল্যাণময় ও সফল জীবন দান করুন। আমীন।

দুআ প্রার্থী
ইকবাল হুসাইন রায়পুরী
রায়পুরা, নরসিংদী

প্রার্থনা

পরম স্নেহের

মোসাম্মৎ মাসরুরা বিনতে মাসউদ

আয় আল্লাহ! আপনি তাকে সুস্থ, সুন্দর ও

পুণ্যময় জীবন দান করুন।

সুখি করুন তার দুনিয়া আর ধন্য করুন তার পরকাল।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

–তোমার কাকু

ইকবাল হুসাইন

সূচিপত্র

হুরের চিঠি–১ .... ৭
কুরআন খতমে হুরের সাক্ষাত ১০
হুরের চিঠি–২..................... ১২
হুরের মুখে হুরের মহরানা ১৪
নদীর কিনারার সেই হুর ১৮
হুরের মহর রাতের ইবাদত ১৯
ঘটনা–১ .... ২৩
ঘটনা– ২..................... ২৪
ঘটনা–৩..................... ২৬
ঘটনা–৪ .... ২৭
ঘটনা–৫ .... ২৭
ঘটনা–৬..................... ২৮
দুনিয়ায় জান্নাতি বাঁদির সাক্ষাত ৩০
ইস্তেগফারের বিনিময় জান্নাত.....................৩৯
ইস্তেগফারের পার্থিব উপকারিতা ৪১
ইস্তেগফারের নির্দেশ ৪৩
সাইয়্যেদুল ইস্তেগফারের বিনিময়ে জান্নাত ৪৪
মিসকীনদের কেন ভালোবাসবেন? ৪৫
গরিব-মিসকীনদের জান্নাত.....................৪৭
গরিবরা যাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে.....................৪৭
গভির রাতে হুরের সেবা.....................৪৯
দুনিয়ায় থেকে হুরের সাথে গল্প.....................৫২
মেহরাব ফেটে হুরের আগমন.....................৫৪
বছর ব্যাপি হুরদের সাজগুজ.....................৫৬
এক ডাগরনয়না হুর.....................৫৮
হুরের আলোয় যুবকের মৃত্যু ৬০
জান্নাতের বর্ণনা শুনেই যুবকের মৃত্যু..................... ৬১
জান্নাতের দরজা যাদের ডাকবে ৬৩
জান্নাতের বর্ণনায় হাবশির মৃত্যু.....................৬৫
জান্নাতি সরদারের ক্রন্দন.....................৬৮
আমি জান্নাতি ৭১
কার অপেক্ষায় সিংহাসনের ওই হুর? ৭২

হুরের চিঠি-১

একটি চিঠির গল্প।
গল্পটি জান্নাতি প্রেমাস্পদ হুরের চিঠির।
প্রেমিকা বা প্রেমাস্পদের চিঠি কতই না মধুর হয়।
দুনিয়ার প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠির আদান-প্রদান করে।

প্রেমিকা তার প্রেমিকের চিঠির অপেক্ষায় থাকে। তেমনি প্রেমিক পুরুষটিও তার প্রেমাস্পদের চিঠির অপেক্ষায় থাকে। চিঠি এলে বারবার পড়ে। মন ভরে না; আবার পড়ে। এভাবে বহুবার একে অপরের চিঠি পড়তে থাকে। চিঠিতে প্রেমিকের প্রতি প্রেমাস্পদের বহু আবদার থাকে তেমিন প্রেমাস্পদের প্রতিও প্রেমিকের বহু আবদার থাকে। থাকে অভিযোগ-অনুযোগ। কখনও থাকে মান-অভিমান। কখনও থাকে স্নেহভরা শাসন। কখনও থাকে প্রেমময় আবেদন-নিবেদন।

তো আসুন না, আমরা এবার একটু জান্নাতি প্রেমাস্পদ হুরের চিঠি পড়ে দেখি।

তাতে কী আবদার রয়েছে আপনার-আমার প্রতি!

কী আবেদন-নিবেদন রয়েছে দুনিয়ার প্রেমিক পুরুষদের প্রতি!

ইতিহাসের একজন প্রখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন হযরত মালেক বিন দীনার রহ.। তিনি যেমন ছিলেন পরিপূর্ণ ঈমানে; তেমিন পরিপূর্ণ ছিলেন আমলে। তার বিস্ময়কর আমলি জীবন সমসাময়িক সকলের জন্য ছিল ঈর্ষণীয় এবং আমাদের জন্য শিক্ষণীয় উপমা। গল্পটি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকা এই মহান সাধকের জীবনী থেকেই নেওয়া। তিনি নিজেই বলেন :

আমার এমন কিছু অযিফা ছিল যা আমি প্রতি রাতে নিয়মিত আদায় করে ঘুমাতে যেতাম।

এক রাতে ব্যতিক্রম ঘটল।

আমি আমার নিয়মিত আদায় করা অযিফাগুলো আদায় না করেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি এক অনিন্দ সুন্দরী আমার সামনে দাঁড়ানো। তার অপরূপ চেহারা থেকে রূপ যেন উপচে পড়ছে।

তার চেহারার লাবণ্যতা যে কাউকে মুগ্ধ করবে, বিমোহিত করবে।

তার আপাদমস্তক যেন নূরই নূর।
তার সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না।
তার রূপের কোনো উপমা হয় না।
তার লাবণ্যতার কোনো দৃষ্টান্ত হয় না।
আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখি তার হাতে একটি চিরকুট রয়েছে।

সে আমাকে আরও বিমুগ্ধ করে হৃদয় আন্দোলিত এক মোহনীয় সুরে বলে উঠল, জনাব! আপনি কি এই চিরকুটটি ভালো করে পড়তে পারবেন?

আমি চিরকুটটির দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর বললাম, হাঁ, আমি পড়তে পারব।

সে চিরকুটটি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে পড়লাম। যেমন একজন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের চিঠি পড়ে থাকে।

গভীর আগ্রহে। ব্যাকুল মনে এবং অত্যাধিক কৌতুহল নিয়ে।

আমিও পড়লাম মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়।

তাতে ছন্দাকারে লেখা ছিল–

لَهَاكَ النَّوْمُ عَنْ طَلَبِ الْاَمَانِيْ
وَعَنْ تِلْكَ الْاَوَانِسِ فِي الْجِنَانِ
تَعِيْشُ مُخَلَّدًا لَامَوْتَ فِيْهَا
وَتَلْهُوْ فِي الْخِيَامِ مَعَ الْحِسَانِ
تُنَبِّهُ مِنْ مَنَامِكَ اَنَّ خَيْرًا
مِنَ النَّوْمِ اَلتَّهَجُّدُ بِالْقُرْاٰنِ

আপনার আরামের নিদ্রা আপনাকে পরম সুখের জান্নাতের আরাম-আয়েশ থেকে উদাস করে রেখেছে।

আপনাকে গাফেল করে রেখেছে আমার মতো অগণিত সুন্দরী ও রূপবতী হুরদের থেকেও।

আপনি তো জান্নাতে চিরকাল থাকবেন, সেখানে কখনও মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করবে না।

সেখানকার তাঁবুতে আপনি আপন প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদ স্ত্রীদের নিয়ে আনন্দ-বিনোদনে লিপ্ত থাকবেন।

সর্বদা আমার মতো লাবণ্যময়ী হুরদের বেষ্টনীতে পরম সুখের সময় পার করবেন।

অতএব, উঠুন, দুনিয়ার এই নিদ্রা ত্যাগ করুন।

কেননা, এই গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া এবং কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম এবং আপনার জন্য হাজার গুণ শ্রেয়।

তার জীবনীতে লেখা আছে, তিনি সারারাত জেগে ইবাদত করতেন। তার এক কন্যা ছিল। একদিন কন্যা তাকে খুব জোর দিয়ে অনুনয় করে বলল, বাবা! আজ রাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।

মালেক বিন দীনার রহ. জবাবে বললেন, মা! আল্লাহর হুকুম যাতে ব্যহত না হয় সে জন্য আমি রাত জাগরণ করি।

আমি সর্বদা এই ভয় করি যে, আল্লাহ তাআলা না করুন, রাতে যখন তাঁর বিশেষ রহমত নামবে তখন আমি নিদ্রিত থাকার কারণে যেন তা হতে বঞ্চিত না হই। তাই সারারাত জেগে কাটাই।[১]

প্রিয় পাঠক! এসব গল্প ঘটনা বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। আমি বলি আপনি বিশ্বাস করলেও আপনার ঈমানে সমস্যা তো হবেই না; বরং আপনার আমলে উদ্যমতা ও প্রাণ ফিরে আসবে। আর যদি বিশ্বাস নাও করেন তাতেও আপনার কোনো যায় আসে না। তবে মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা চাইলে এ ধরনের একটি ঘটনা কেন হাজার ঘটনা সংঘটিত করতে পারেন। হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী ইতিহাসে এর চেয়েও বড় বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ বর্ণিত রয়েছে যেগুলো নির্ভরযোগ্য সূত্রে আজও বর্ণিত হচ্ছে। অতএব, অযথা সন্দেহে পতিত হয়ে আমলি জীবনে পিছিয়ে থাকবেন না।

১. সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৮৭, তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃষ্ঠা : ৪৭

কুরআন খতমে হুরের সাক্ষাত

হুরের সাক্ষাত লাভের আরেকটি বিস্ময়কর গল্প।

পরম সৌভাগ্য লাভ হলে পৃথিবী থেকেই হুরের সাক্ষাত লাভ সম্ভব। তবে সেটা বাস্তবে নয়; বরং স্বপ্নযোগে।

ইতিহাসে এমন বহু মহান সাধক অতিক্রম করেছেন যারা নিজেদের ইবাতদ-বন্দেগী ও আল্লাহ প্রেমের সাধনা করে জান্নাতি হুরের সাক্ষাত লাভ করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে নোমান আল মুকরী রহ. বর্ণনা করেন, আমি একবার মসজিদে হারামে জালা আল মুকরী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে আমাদের নিকট দিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ দেহের এক বৃদ্ধ অতিক্রম করলেন। জালা রহ. তার নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ তার নিকট বসে থেকে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। অতপর তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী এই বৃদ্ধকে চেন?

আমরা বললাম, না, আমরা তাকে চিনি না।

তখন জালা আল মুকরী রহ. বললেন, এই বৃদ্ধ চার হাজার বার কুরআনে কারীমের খতম করে জান্নাতি হুর ক্রয় করেছেন এবং স্বপ্নযোগে সেই হুরের সাক্ষাতও লাভ করেছেন।

তিনি স্বপ্নে দেখেন–
এক হুর তার সামনে এসে দাঁড়াল।
তার সারা শরীর জান্নাতি পোশাকে আবৃত।
তার পোশাকের আলোর ছটা যেন তার ঘরকে পুরোপুরি আলোকিত করে তুলেছে।
তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রয়েছে জান্নাতি অলঙ্কার।
প্রতিটি অলংকার যেন সূর্যের চেয়েও বেশি আলোকিত।
প্রতিটি অলংকার থেকে সূর্যের চেয়েও বেশি কিরণ ছড়াচ্ছে।
আর তার রূপ-লাবণ্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে থাকার মতো।
যেন হাজার বছর তাকিয়ে থাকলেও চোখ ক্লান্ত হবে না।
যেন হাজার বছর তাকিয়ে থাকলেও চোখের পলক সামান্য নড়বে না।
তার রূপের ছটা আর লাবণ্যতা যেন পূর্ণিমার চাঁদের উজ্জ্বলতাকেও ম্লান করে দিয়েছে।

তার চেহারার সৌন্দর্য ও সৌকর্য যেন পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে তুলেছে।

বৃদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করেন :

হে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী!
হে অচেনা অজানা অপ্সরী!
কে তুমি?
তুমি কোথায় থেকে আমগমন করেছ?
আর তোমার মতো এমন অপ্সরী কেই বা লাভ করতে পারে?

সেই হুর উত্তরে বলল : জনাব! আমি সেই হুর যাকে আপনি চার হাজার বার কুরআনে কারীমের খতমের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!
তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর এটাই বাস্তবতা।

বৃদ্ধ এমনই এক সাধক পুরুষ যার জান্নাতি হুর-স্ত্রী দুনিয়াতে এসেই তাকে স্বাগত জানিয়ে গিয়েছে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করে মহান আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে পরম দয়ালু প্রতিপালক! আপনার নৈকট্য অর্জনের উপায় কি? অর্থাৎ সহজে আপনাকে পাওয়ার উপায় কি?

প্রতি উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, কুরআন তেলাওয়াত কর।

তথা কুরআনে কারীমের অধিক তেলাওয়াত তোমাকে আমার নৈকট্য এনে দেবে। এটাই আমাকে পাওয়ার সহজ রাস্তা।

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহকে পেয়ে গেলেন তো জান্নাত পেয়ে গেলেন আর জান্নাত পেয়ে গেলেন তো জান্নাতের এমন শত শত অপ্সরীর মালিকও হয়ে গেলেন।[১]

---

১. সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৮৪-২৮৫, ওসীয়াতুল আখলাক : তিলাওয়াতে কুরআন, মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহ.

হুরের চিঠি–২

হুর হলো জান্নাতি প্রেমাস্পদ।

জান্নাতি পুরুষের মন-প্রাণ জুড়ানোর জন্য আল্লাহর এক অপরূপ ও আজব সৃষ্টি।

হুর হলো জান্নাতি স্ত্রী। প্রেমময় ও সোহাগিনী রমণীকুল।

জান্নাতি পুরুষের তনুমনের শান্তি-প্রশান্তির জন্য আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছে তারাই কেবল তাদের সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছে এবং পরকালেও তারা অধিক নিয়ামত লাভে ধন্য হবে।

আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত এমনই এক শায়খ ছিলেন হযরত মুযির আল কারী রহ.। তিনিও স্বপ্নযোগে জান্নাতি হুরের দর্শন লাভ করেছেন এবং পেয়েছেন এক বিস্ময়কর চিঠি। তার ঘটনা তিনি নিজেই বলেন :

এক রাতে আমার ঘুমের চাপ এত বেশি হলো যে, আমি আমার নিয়মিত অযিফা ও অন্যান্য আমল না করেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল এক অপরূপ রমণী দেখতে পেলাম। যেমন ছিল তার রূপ তেমন ছিল তার কণ্ঠ।

তার রূপের আলোকছটা যেন আমার পুরো ঘরকে আলোকিত করে তুলেছে।

আর তার কণ্ঠের মুগ্ধকর ধ্বনি আমার হৃদয়কে বিমোহিত করে তুলেছে।

সে আমাকে অত্যন্ত নরম ও কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল, শায়খ! আপনি কি এই চিরকুটটি পড়তে পারবেন?

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বললাম, অবশ্যই। আমি যেন সেই সময়টি এক ঘোরের মধ্যে পার করেছি। সে আমার হাতে চিরকুটটি ধরিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। আমি নিরুদ্দেশ হয়ে পড়তে থাকলাম। তাতে লেখা রয়েছে–

أَلْهَتْكَ اللَّذَائِذُ وَ الْأَمَانِيْ

عَنِ الْفِرْدَوْسِ وَالظِّلَلِ الدَّوَانِيُ
وَلَذَّةُ نَوْمَةٍ عَنْ خَيْرِ عَيْشٍ
مَعَ الْخَيْرَاتِ فِي غُرَفِ الْجِنَانِ
تَيَقَّظْ مِنْ مَنَامِكَ اَنَّ خَيْرًا
مِنَ النَّوْمِ التَّهَجُّدِ بِالْقُرْاٰنِ

পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং আরাম আয়েশ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং তার দীর্ঘ ছায়া থেকে গাফেল করে রেখেছে।

আর নিদ্রার স্বাদ তোমাকে জান্নাতের বালাখানা, সুরম্য প্রাসাদ আর তার সুন্দরী ও রূপসী রমণীদের সাথে বিনোদন করার বাসনা থেকে উদাস করে রেখেছে।

উঠো! উঠো! বেঘোরের ঘুম থেকে জাগ্রত হও।

এমন নিদ্রায় বিভোর হওয়ার চেয়ে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা লক্ষগুণ উত্তম।

শায়খ বলেন :

কসম খোদার! যখনই এই ছন্দগুলো আমার মনে পড়ে যায় তখনই আমার চোখ হতে ঘুম উধাও হয়ে যায়।[১]

১. সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৮৬, আওলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা

হুরের মুখে হুরের মহরানা

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত সাবেত রহ. বলেন, আমার আব্বাজান ছিলেন রাত জেগে ইবাদতকারী লোকদের একজন। আমার পিতা বলেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে এমন এক রমণীকে দেখতে পাই যার সাথে দুনিয়ার কোনো রমণীর তুলনা করা যায় না।

তার রূপ ও চেহারার উজ্জ্বল্য যেন চাঁদের সৌন্দর্যকেও হার মানায়।

তার রূপের আলোকছটা যেন সূর্যের কিরণকেও ম্রিয়মান করে দেয়।

আমি বিমোহিত নয়নে তার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, হে অনিন্দ সুন্দরী!

কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?

সে বলল : আমি জান্নাতি হুর। আমি আল্লাহর বাঁদি। আমাকে জান্নাতি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি বললাম : তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চল।

সে বলল : আপনি আমাকে বিয়ে করার জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে প্রস্তাব দিন এবং আমার মহরানা আদয় করুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : তোমার মহরানা কী?

সে উত্তরে বলল : লম্বা লম্বা তাহাজ্জুদ নামায।

এ প্রসঙ্গেই কোনো এক কবি খুব চমৎকার বলেছেন–

يَا خَاطِبَ الْحُوْرِ فِيْ خِدْرِهَا
وَ طَالِبًا ذَاكَ عَلٰى قَدْرِهَا
اِنْهَضْ بِجِدٍّ لَا تَكُنْ وَانِيًا
وَجَاهِدِ النَّفْسَ عَلٰى صَبْرِهَا
وَ جَانِبِ النَّاسَ وَارْفَضْهُمْ
وَ حَالِفُ الْوَحْدَةِ فِيْ ذِكْرِهَا

وَ قُمْ اِذَا الَّيْلُ بَدَا وَجْهَهٗ
وَصُمْ نَهَارًا فَهُوَ مِنْ مَهْرِهَا
فَلَوْ رَاَتْ عَيْنَاكَ اِقْبَالِهَا
وَ قَدْ بَدَتْ رَمَانًا صَدْرَهَا
وَ هِيَ تَتَمَاشِيْ بَيْنَ اَتْرَابِهَا
وَعِقْدُهَا يَشْرِقُ فِيْ نَحْرِهَا
لَهَانٌ فِيْ نَفْسِكَ هٰذَا الَّذِيْ
تَرَاهُ فِيْ دُنْيَاكَ مِنْ زَهْرِهَا

হে লোক!

যে অপরূপ হুরকে বিয়ে করার জন্য তার পর্দার ভেতরে প্রস্তাব পাঠিয়েছ এবং যে তার প্রত্যাশা করছ–

কখনও অলস হয়ো না। উৎফুল্ল ও প্রফুল্ল হও।
বসে থেকো না, দাঁড়িয়ে যাও।
নিজ নফসকে ধৈর্যের জিহাদ শিক্ষা দাও।
শিক্ষা দাও ইবাদতের ধৈর্য।
শিক্ষা দাও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ধৈর্য।
শিক্ষা দাও হারাম ত্যাগ করে অল্পে তুষ্ট থাকার ধৈর্য।

লোকজন হতে নির্জনতা অবলম্বন করো; বরং তাদেরকে ছেড়েই দাও। হুরের কল্পনা-জল্পনায় নির্জনে বসবাস করার শপথ করে নাও।

যখন তোমার উপর রাত চলে আসে তখন ইবাদতের মানসে দাঁড়িয়ে যাও।

আর দিনভর রোযা রাখ। আল্লাহর জন্য উপোস থাক।

এটা হলো হুরের মহরানা।

তোমার চক্ষুদ্বয় যখন তাকে সামনে দেখতে পাবে তখন তোমার দৃষ্টিতে পরবে তার বক্ষের আনারগুলো।

সে চলতে থাকবে তারই বান্ধবীদের সাথে আর তার গলায় উজ্জ্বল হারটি শোভা পাবে।

তাকে দেখার পর তুমি পৃথিবীতে যত রং ঢং ও রূপ লাবণ্য দেখতে পেয়েছিলে সবই তার সামনে তুচ্ছ মনে হবে। [সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৮৫-২৮৬]

অপরূপ যত রূপের বাহার দুনিয়াতে তুমি কল্পনা করেছিলে, আর মিথ্যে সাজের হিরোইনদের রূপ-সৌন্দর্য তোমার কাছে তখন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ হয়ে ধরা দেবে।

তোমার কাছে তখন দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের হিরোইনদের রূপ-সৌন্দর্য ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হবে।

আজ যুবকরা হলিউড, বলিউডের হিরোইনদের প্রেমে পাগল। তাদের রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত।

হে যুবক! একবার যখন জান্নাতি সেই রমণীর প্রতি তোমার চোখ পরবে তখনই বুঝবে দুনিয়ার এসইবই মেকি ও কৃত্রিম।

ধোঁকা প্রবঞ্চণা। পার্থিব ঘোর ও জাদু। তাই সময় থাকতে ফিরে এসো। সাধনা করো সেই অপরূপ হুরের জন্য। যাদের হাতের এক আঙ্গুল নয়; বরং সামান্য নখের উজ্জ্বলতা পুরো দুনিয়াকে আলোকিত করে তুলতে পারে।

যাদের একটি চুলের সৌন্দর্য পুরো পৃথিবীকে রূপের আলোকছটায় প্লাবিত করতে পারে।

যাদের এক উড়নার সুঘ্রাণ পুরো দুনিয়াকে বিমোহিত করতে পারে।

যাদের কণ্ঠের একটি ধ্বনি পুরো পৃথিবীর সৃষ্টিকুলকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বেহুঁশ করে দিতে পারে।

যাদের মুখের থুথু সাত সমুদ্রের লোনা পানিকে মধুর চেয়ে মিষ্টি করে দিতে পারে।

যাদের কণ্ঠের সামান্য ধ্বনি সারা পৃথিবীর প্রাণীকুলকে সুরের মোহে আবিষ্ট করে রাখতে পারে।

যাদের শাড়ির আঁচলের উজ্জ্বলতা পুরো পৃথিবীকে আলোকময় করে তুলতে পারে।

যাদের পায়ের সামান্য শুভ্রতা গোটা দুনিয়াকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

যাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে স্বয়ং তাদের নিপুণতম স্রষ্টা মহান আল্লাহ বলনে–

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ.

তারা যেন হীরা ও প্রবাল।

তারা নিলকান্তমণি, প্রবাল পদ্মরাগ।[১]

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾

ডাগরচোখা হুর,

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾

যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা,

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ।[২]

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, ডাগরচোখা।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

তারা যেন আচ্ছাদিত ডিম।[৩]

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

"তাদেরকে করেছি কুমারী।"

যখনই তাদের স্বামীরা তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপভোগ করবে, তাদেরকে কুমারী হিসেবে পাবে। অথচ কোনো ধরনের কষ্টও হবে না।[৪]

---

১. সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৫২

২. সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত : ২২-২৪]

৩. সূরা আস -সফফাত, আয়াত : ৪৮-৪৯]

৪. তাফসীরে মাজহারী, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা : ৬৭৫-৬৭৬ , মাআরেফুল কুরআন]

নদীর কিনারার সেই হুর

শায়খ মাযহার সাদী রহ.।
ইতিহাসের একজন সাধক পুরুষ।
আল্লাহকে পাওয়ার জন্য একটানা ষাট বছর ক্রন্দন করেছেন।

একটানা ষাট বছর মহান আল্লাহর ধ্যান খেয়ালে নির্জনে সময় কাটিয়েছেন।

এক রাতে তিনি সাক্ষাত পেলেন মুক্তা সদৃশ অপরূপ সেই হুরের।

তিনি স্বপ্নে দেখেন, নদীর এক কিনারায় যেন মেশক প্রবাহিত হচ্ছে। আর তার উভয় প্রান্তেই রয়েছে লু'লু' (জান্নাতের বিশেষ) গাছের সারি। যেগুলোতে সোনার ডালপালায় স্বর্ণ দোল খাচ্ছে। ইতোমধ্যে সেখানে মুক্তোর ন্যায় অপরূপ কিছু রমণী এসে মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে এই গান গাইতে লাগল।

سُبْحَانَ الْمُسَبَّحُ بِكُلِّ لِسَانٍ
سُبْحَانَ الْمَوْجُوْدُ بِكُلِّ مَكَانٍ
سُبْحَانَ الدَّائِمُ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ
سُبْحَانَهٗ سُبْحَانَهٗ

পবিত্র সেই সত্তা যার পবিত্রতার বর্ণনা হয় সকল ভাষাতে।
পবিত্র সেই সত্তা যিনি সর্বত্রই বিরাজমান।
পবিত্র সেই সত্তা যিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন।
তিনি পবিত্র। তিনি পবিত্র।
আমি বিমোহিত বিমুগ্ধ হলাম।
তাদের কণ্ঠে সুরের মূর্ছনা।
আমার মনে হলো আমি অভূতপূর্ব এক সুরের ভুবনে হারিয়ে গেলাম।
কিছুক্ষণপর সম্বিত ফিরে পেয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম :
ওহে অপ্সরীরা! তোমরা কারা?
তারা উত্তরে বলল : আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সৃষ্টি।
আমি জিজ্ঞেস করলাম : তোমরা এখানে কী করছ?
তারা উত্তরে বলল–

ذَرَأَنَا اِلٰهُ النَّاسِ رَبُّ مُحَمَّدٍ
لِقَوْمٍ عَلَى الْاَقْدَامِ بِاللَّيْلِ قَوَّمٌ

يَنَاجُوْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ لِحَقِّهِمْ
وَتُسَرَّى هُمُوْمَ الْقَوْمِ وَالنَّاسُ نَوْمٌ

আমাদেরকে সৃজন করেছেন মানবজাতির প্রভু এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালক, ওই সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যারা রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহ তাআলার সামনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সারা জাহানের পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করতে থাকে নিজ নিজ অধিকারসমূহ আদায় করার মানসে।

প্রভু প্রেমের লিপ্সায় তাদের অবস্থা এমন হয়ে থাকে।

প্রভুর কল্পনা-জল্পনায় তাদের রাতের পর রাত কেটে যায়। অথচ জগতের অন্যান্য লোকেরা থাকে তখন নিদ্রার গভীরে বিভোর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : কারা সেই সকল লোক যাদের চক্ষুকে আল্লাহ তাআলা শীতল করবেন?

তারা বলল : আপনি কি তাদের সম্পর্কে অবগত নন?

আমি বললাম : কসম খোদার, আমি তাদের সম্পর্কে অবগত নই।

তারা তখন বলল : তারা হলো, ওই সকল লোক যারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে থাকে। যারা রাতের আধার পেয়ে শুধু মরার মতো ঘুমিয়ে থাকে না; বরং প্রভু প্রেমে মত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে থাকে।[১]

হুরের মহর রাতের ইবাদত

দুনিয়াতে যে যত বেশি সুন্দরী, বিত্তবান, জ্ঞানী নারীকে বিবাহ করতে চায় তার মহরও ততবেশি আদায় করতে হয়।

যে যত বেশি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করতে চায় তার মহরও ততবেশি দিতে হয়।

আর পরকালের হুর স্ত্রী তারা তো চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর।

সূর্যের আলোর চেয়েও বেশি আলোকিত তাদের চেহারা।

---

১. সূত্র : তাযকিরাতুল কুরতুবী, জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৮৭-২৮৮

সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তো দুনিয়ার নারীদের সাথে তাদের কোনো তুলনাই করা যায় না।

পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ক্ষেত্রে তো তাদের তুলনা শুধু তারাই।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

'যাদেরকে ইতোপূর্বে স্পর্শ করেনি কোনো

মানুষ আর না কোনো জিন।'

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

'তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত

গালিচার উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে।'[১]

সুতরাং তাদের বিবাহের মহরও হওয়া চাই অত্যন্ত উচুঁ স্তরের এবং সবচেয়ে বেশি।

প্রিয় পাঠক! আমরা এতক্ষণ যতগুলো ঘটনা পড়েছি এবং জেনেছি সবগুলোতে দুটি আমল বারবার আলোচিত হয়েছে এবং হুরদের সেই বিস্ময়কর চিরকুটে যেই আমলের কথা বার বার বলা হয়েছে তা হলো–রাত জেগে ইবাদত তথা তাহাজ্জুদ এবং কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত। এই তাহাজ্জুদ এবং কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতকে হুরদের মহর সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, জান্নাত ও জান্নাতি হুর লাভ করতে হলে মহান আল্লাহর সাথে গভির সম্পর্ক তৈরি করতে হবে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে হবে আর মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদ ও তাহাজ্জুদের বাইরেও কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই।

➢ হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'রাতে উঠা অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া তোমাদের উপর জরুরি। কেননা, এটা হচ্ছে–তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের অভ্যাস। তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের পন্থা।

---

১. সূরা আর-রহমান, আয়াত : ৭৪ ও ৭৬

এবং অপরাধ-অশ্লীলতা থেকে প্রতিবন্ধক।'[১]

- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা হাসেন (খুশী হন)।

১. যে ব্যক্তি রাতে নামাযের জন্য জাগ্রত হয়।
২. যে ব্যক্তি নামাযে (সোজাভাবে) কাতারবন্দি হয়।
৩. যে ব্যক্তি মুসলমানদের দুশমনকে হত্যার লড়ায়ে কাতারবন্দি হয়।'[২]

- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

আল্লাহ তায়ালা দুই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে (খুশি হয়ে) হাসেন। তন্মধ্যে একজন হল ওই ব্যক্তি; যে শীতের রাতে বিছানা এবং কাঁথা ছেড়ে উঠে। অতঃপর অজু করে নামাযে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তায়ালা তখন ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কীসে আমার এই বান্দাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করল?'

ফেরেশতাগণ উত্তরে বলেন, 'আপনার পক্ষ থেকে (রহমতের) আশা এবং আযাবের ভয়।'

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি তার আশা পূর্ণ করলাম এবং যা থেকে সে ভয় করে তা থেকে নিরাপত্তা দান করলাম।'[৩]

- হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকে উঠিয়ে দেয়, পরে তার স্ত্রীও নামায পড়ে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

---

১. তিরমিযী ২/১৯৪, মেশকাত-১০৯
২. মেশকাত শরীফ, হাদীস-১১৬০
৩. তাবারানী, লাওয়াকিহুল আনওয়ার : ৪২ : ফয়যুল কালাম-হাদীস-৪৫৫

এমনিভাবে আল্লাহ রহম করুন সেই স্ত্রীলোকের প্রতি, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং তার স্বামীকে উঠিয়ে দেয় আর সে উঠে নামায পড়ে। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।'[১]

- হযরত আবু মালেক আশআরী রাদি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, :

'জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ বালাখানা রয়েছে, যার বাইরের জিনিসসমূহ ভেতর থেকে এবং ভেতরের জিনিসসমূহ বাইরে থেকে দেখা যায়। সেসব বালাখানা আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন–

১. যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নরম কথা বলে বা মধুর কথা বলে।
২. যে (ক্ষুধার্তকে) আহার দান করে,
৩. যে পর পর রোযা রাখে (অর্থাৎ অনেক রোযা রাখে)
৪. এবং যে রাতে নামায পড়ে যখন অন্য সকল মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।[২]

- হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اَلصَّلَاةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ

'ফরযের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামায হল, রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)।'[৩]

প্রিয় পাঠক! তাহাজ্জুদ বা রাতের আমল ছিল নবীজীর প্রাণ। কোনো রাতে আমল করতে না পারলে তিনি বড় পেরেশান হয়ে যেতেন এবং দিনের বেলা তা অবশ্যই কাযা করে নিতেন। নবীজির রাতের আমল ছিল বড় বিস্ময়কর। তাইতো অনেক সাহাবি নবীজির সাথে থেকে বা দূর থেকে এসে তাঁর রাতের আমল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। কখনও সাথে থেকে লক্ষ্য করতেন নবীজি রাতে কি আমল করেন এবং কেমন আমল করেন। নিম্নে নবীজির রাতের সেই বিস্ময়কর আমল বা নামাজেরই কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

---

১. আবু দাউদ, নাসায়ী মেশকাত : হাদীস–১১৬২

2 [তিরমিযী, বায়হাকী শুআবুল ঈমান : মেশকাত শরীফ, হাদীস–১১৬৪

৩. মুসনাদে আহমদ, মেশকাত হাদীস–১১৬৭

ঘটনা-১

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং সর্ব প্রথম এই দীর্ঘ দু'আটি পাঠ করলেন।-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ: لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য; তুমিই আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর নূর বা জ্যোতি (প্রাণ শক্তি)। সমস্ত প্রশংসা তোমারই। একমাত্র তুমিই আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব জিনিসের মালিক। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই। তুমিই বাস্তব ও সত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য। তোমার বাণী সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। সকল নবীগণ সত্য। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য এবং কিয়ামত সত্য।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটই আত্মসমর্পণ করছি। তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি। তোমার উপরই ভরসা করছি। তোমাকে স্মরণ রেখেই আমার সকল কাজের

ব্যবস্থাপনা করছি। তোমার কারণেই বিবাদে লিপ্ত হয়েছি এবং তোমারই নিকট সকল বিষয় মীমাংসার জন্য পেশ করছি। অতএব, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী । তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য বা প্রভু নেই। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা রব নেই।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতেন তখনই প্রথমে দীর্ঘ এই দু'আটি পড়তেন।'[১]

ঘটনা– ২

প্রিয় নবীজির একজন সাহাবি রাদি. বলেন, আমি এক সফরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কীভাবে নামায পড়েন তা আজ আমি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব।

এরপর আমি দেখলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়ে শুয়ে পড়লেন। রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পর তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। এবং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে (এই আয়াত) পড়লেন–

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ
لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ﴿۱۹۰﴾ الَّذِیۡنَ یَذۡکُرُوۡنَ اللّٰهَ قِیٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰی
جُنُوۡبِهِمۡ وَ یَتَفَکَّرُوۡنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ رَبَّنَا مَا
خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبۡحٰنَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّکَ مَنۡ
تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَیۡتَهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَاۤ اِنَّنَا
سَمِعۡنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیۡ لِلۡاِیۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّکُمۡ فَاٰمَنَّا ٭ۖ رَبَّنَا
فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ کَفِّرۡ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الۡاَبۡرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا

১. সহীহ বুখারী, হাদীস–১০৫০

وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِکَ وَ لَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ﴿۱۹۴﴾

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (এবং বলে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহবান করে যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন'। তাই আমরা ঈমান এনেছি।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে।'

'হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।'[১]

সাহাবি রাদি. বলেন, অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মোবারক তাঁর থলের দিকে বাড়ালেন এবং তা থেকে মেসওয়াক বের করলেন, অত:পর মশক থেকে অজুর পাত্রে পানি নিয়ে হাতে পানি ঢেলে অজু করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন।

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০-১৯৪

সাহাবি রাদি. বলেন, এমনকি আমি মনে মনে বললাম, তিনি যতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন ঠিক ততক্ষণ নামায পড়লেন। এরপর সালাম ফিরালেন, তারপরে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। এমনকি আমি বলছিলাম, যতক্ষণ নামায পড়েছেন ততক্ষণ ঘুমালেন। এরপর জেগে গেলেন এবং প্রথমবারের মতো আমল করলেন। তারপর আসমানের দিকে তাকালেন। এবারও তাঁর কোরাআন তেলাওয়াত, মেসওয়াক এবং নামায প্রথমবারের মতোই ছিল। ঘুমানের ক্ষেত্রেও তিনি পূর্বের মতোই করলেন, নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি জাগলেন এবং প্রথমবারের মতো আমল করলেন। তিনি তিনবার এমন আমল করেছেন।[১]

ঘটনা-৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, এক রাতে আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী এবং আমার খালা হযরত মায়মূনা রাদি.-এর কাছে অবস্থান করেছিলাম। আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়েছিলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি হয়ে শুয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেক বা তার কিছু বেশি বা কম অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। তিনি মুখমণ্ডলে হাত মলে ঘুমের রেশ দূর করলেন, তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লটকানো মশক নামিয়ে তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে অজু করলেন। তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, আমি ঘুম থেকে উঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলাম। তারপর তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং ডান কান ধরে আমাকে তাঁর অপরপাশে দাঁড় করালেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়লেন। দুই দুই রাকাত করে মোট বার রাকাত নামায পড়লেন। এরপর বেতের নামায পড়লেন, অবশেষে শুয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর নিকট মুয়াযিযন এলে তিনি সংক্ষেপে দুই রাকাত

---

১. আখলাকুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস-৫১৯, নাসায়ী: মেশকাত শরীফ, হাদীস-১১৪১

ফজরের সুন্নাত নামায পড়লেন। তারপর হুজরা থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে ফজরের ফরয নামায আদায় করলেন।[১]

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে ইবাদত-বন্দেগি করতেন।'[২]

ঘটনা-৪

হযরত আওফ রাদি. বলেন, আমি একবার এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। রাতে তিনি মেসওয়াক ও অজু করে নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর সঙ্গে নামাযে শরিক হয়ে গেলাম। তিনি এক রাকাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন। আর যখন রহমতের আয়াত আসত তখন তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রহমতের দু'আ করতে থাকতেন। আর যখন আযাবের আয়াত আসত তখন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। সূরা শেষ করে রুকুতে গেলেন। রুকুতে ওই পরিমাণ দেরি করলেন যে পরিমাণ সময়ে সূরা বাকারা পড়া যায়। রুকুতে 'সুবহানা যিল জাবারুতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল আয্‌মাতি' পড়ছিলেন। অত:পর তিনি সেজদা করলেন এবং সেজদায়ও তাঁর দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময় অবস্থান করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে একই নিয়মে সূরা আলে ইমরান তেলাওয়াত করলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাকাতে এক এক সূরা তেলাওয়াত করতে থাকলেন। এইভাবে চার রাকাতে সোয়া ছয় পারা তেলাওয়াত করলেন।'

এটা কত দীর্ঘ নামায হবে যাতে প্রত্যেক রহমতের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু'আ করা হয়। আবার রুকু সেজদাও সেই পরিমাণ দীর্ঘ করা হয়![৩]

ঘটনা-৫

হযরত আনাস রাদি. বর্ণনা করেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথার কারণে কিছুটা কষ্ট অনুভব করলেন। তাঁকে বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কষ্ট বেড়ে গেছে, যার আলামত আমরা

---

1 [শামায়েলে তিরমিযী, হাদীস-২৫৩

২. আখলাকুন নবী সা., হাদীস-৫২৫, সহীহ বুখারী, হাদীস-১০৭৫

3 [শাখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., হেকায়াতে সাহাবা, নামাযের প্রতি শওক ও আগ্রহ এবং তাতে খুশু-খুজু অধ্যায়

আপনার মাঝে লক্ষ্য করছি।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা যা লক্ষ্য করছ, আমি সেই ব্যথাসহ গত রাতে সাতটি দীর্ঘ সূরা তেলাওয়াত করেছি।'[১]

এ হাদীস থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর্যাপ্ত ইবাদতের কথা অনুভব করা যায়। ব্যথার কষ্ট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর রাতের নিয়মিত ইবাদত ত্যাগ করেননি। তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন এবং দীর্ঘ সাতটি সূরাও তেলায়াত করেছেন। বাকারা থেকে আনফাল পর্যন্ত সূরাগুলোকে 'সাবউত তিলাওয়াত' বলা হয়।

ঘটনা–৬

হযরত হুজাইফা রাদি. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাতের তাহাজ্জুদে দাঁড়ালেন, তিনি নামায শুরু করে বললেন, "আল্লাহু আকবার যুল মালাকূতি ওয়াল-জাবারূতি ওয়াল-কিবরিয়া ওয়াল-আযমাহ।" তারপর তিনি সূরা ফাতেহাসহ সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন, এরপর রুকু করলেন। তিনি দাঁড়ানোর প্রায় সমপরিমাণ সময় রুকুতে থাকলেন। তিনি রুকুতে পড়লেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল অজীম'। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে রুকুতে অবস্থানের সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং বললেন, 'রব্বানা লাকাল হামদু' আমার প্রতিপালকের জন্য সমস্ত প্রশংসা। অত:পর তিনি সেজদা করলেন এবং সেজদায়ও তাঁর দাঁড়ানোর প্রায় সমপরিমাণ সময় অবস্থান করলেন। তিনি সেজদারত অবস্থায় বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'। অত:পর তিনি সেজদা থেকে মাথা তুললেন। তিনি দুই সেজদার মাঝখানে সেজদার প্রায় সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত করলেন এবং বললেন, 'রাব্বিগফিরলী'। এভাবে তিনি চার রাকাত নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা তেলাওয়াত করলেন।[২]

নোট : আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, ভীতি-বিহ্বলতা, ভারসাম্য ও প্রশান্তি সহকারে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং কেরাত, রুকু ও সেজদাও দীর্ঘায়িত করতেন। রাতের নিরবতার মধ্যে তিনি রাব্বুল আলামীনের নিকট একান্তে প্রার্থনা করতেন। রাতের এই ইবাদতের দ্বারা

১. শায়খ ইসফাহানী রহ., আখলাকুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস–৫৪২
2 [প্রাগুক্ত, হাদীস–৫৩০, আবু দাউদ: মেশকাত শরীফ, হাদীস–১১৩২

যে নূর, বরকত ও স্বাদ অর্জন করা যায় তার উপকারিতা সম্পর্কে কেবল সেসব বুযুর্গাণে কেরামই জানেন যারা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে তা লাভ করতে পেরেছেন। শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এক কবিতায় এর কিছু বর্ণনা প্রদান করেছেন।

زانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب
من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم

'আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন রাতের নির্জনতায়; তাহাজ্জুদ নামায, প্রার্থনা, যিকির-আয্‌কার ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমেই সম্ভব।'

বলতে গেলে এগুলো তাহাজ্জুদের নামাযের পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহ কাউকে কিছু দিতে চাইলে তাকে এই নামায পড়ারও তাওফীক দান করেন।

আল্লামা ইকবাল রহ. বলেন–

عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

'চাই তুমি আত্তার হও, রূমি ও রাযি হও কিংবা গাজালি হও কিন্তু শেষ রাতের ক্রন্দন ছাড়া কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।'

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকের তুলনায় নামাযে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যেমন নবীজির রাতের আমলগুলোতে অতিবাহিত হয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন এবং লম্বা লম্বা সূরা দ্বারা দুই রাকাত বা চার রাকাত নামায পড়তেন। এভাবে সারারাত বিরতি দিয়ে দিয়ে নামায পড়তেন এবং নামাযে দীর্ঘ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মূলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের নিম্নে বর্ণিত আয়াতেরই পূর্ণাঙ্গ আমল করে গেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ

قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٥ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٦ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٧ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٨

"হে চাদর আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত কর। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি। নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী। নিশ্চয় তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।"[১]

আল্লাহ তায়ালা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাত জেগে ইবাদত করার যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তা যথাযথ পালন করেছেন। আর তিনি নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন এত ধীরে ধীরে যে, হযরত আয়েশা রাদি. বলেন, 'তিনি এত ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করতেন যে, ছোটো একটি সূরা পড়তে তাঁর অনেক সময় লেগে যেত।'

হযরত আনাস রাদি.-কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তারতিলের সাথে খুব দীর্ঘ করে পাঠ করতেন।' এরপর তিনি নমুনা স্বরূপ বিসমিল্লাহ্‌র প্রতিটি শব্দ তথা আল্লাহ, আর-রহমান ও আর-রাহীম দীর্ঘ করে পাঠ করে পড়ে শুনান। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ. খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩০৭]

দুনিয়ায় জান্নাতি বাঁদির সাক্ষাত

ইতিহাসের প্রখ্যাত একজন শায়খ ও বুযুর্গ ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল বাগদাদী রহ.।

ঈমানে আমলে তার জীবন ছিল সমসাময়িক সকলের জন্য পথপ্রদর্শনতুল্য।

তাঁর জীবনে একটি বিস্ময়কর ঘটনা আছে যা আমাদের জন্য আমলে অত্যন্ত উৎসাহ যোগাবে । ঘটনাটি তিনি নিজেই বলেন :

১. সূরা মুয্‌যাম্মিল,আয়াত : ১-৮

আমি এক বছর হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলাম।

একবার মক্কার বাজারে পায়চারী করতে লাগলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, একজন বৃদ্ধ লোক একটি বাঁদির হাত ধরে আছে।

বাঁদিটির রং বিবর্তিত ও ফ্যাকাসে। জীর্ণশীর্ণ দেহাবয়ব। কিন্তু চেহারায় তার নূর ঝলমল করছে। তার মুখমণ্ডল হতে ঠিকরে পড়ছে এক প্রকার আলোকরশ্মি। যা কোনো আল্লাহওয়ালা মানুষেরই হতে পারে।

বৃদ্ধ লোকটি তার হাত ধরে হাঁক ছেড়ে বলছে–
কে আছে এ বাঁদি কেনার মতো?
আছে কি কেউ এর প্রত্যাশী?
কেউ কি দেবে আমাকে এর বিনিময়ে মাত্র দশটি দিনার অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি?
একে বিক্রি করতে পারলে তার দোষক্রটি হতে আমি মুক্ত হতে পারি।
আমি লোকটির কাছে গেলাম। দাম তো আগেই জেনে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম :
জনাব! এর মধ্যে কি কি দোষ-ক্রটি রয়েছে দয়া করে একটু বলবেন কি?
বৃদ্ধ বলল :
বাঁদিটি পাগলি।
সবসময় চিন্তাযুক্ত ও অস্থির থাকে।
রাত জেগে ইবাদতে মশগুল থাকে আর দিনভর রোযা রাখে।
না কিছু খায় না কিছু পান করে।
একা একা ও নির্জনে থাকতে অভ্যস্ত।
কারো সাথে প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতে চাই না।
খোশ-গল্প কি জিনিস সে হয়তো বুঝেই না বা জানেই না।

এসব কথা শুনে আমার মন বাঁদিটির প্রতি দুর্বল হয়ে গেল। মূল্য পরিশোধ করে তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। দেখলাম সে মস্তিষ্ক অবনত করে রেখেছে।

অতপর সে আমার দিকে মাথা তুলে বলতে লাগল :

হে আমার ছোট মনিব! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি কোথাকার অধিবাসী?

আমি বললাম : ইরাকরে অধিবাসী।
সে জিজ্ঞেস করল : বসরার না কুফার?

আমি বললাম : কোনোটারই না।
সে বলল : তাহলে তো নিশ্চয় আপনি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বাগাদের অধিবাসী।
আমি বললাম : হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ।
সে বলল : মাশাআল্লাহ! ওই শহরটি তো আবেদ ও যাহেদ-দুনিয়াত্যাগী তাপসদের শহর।
তার কথায় আমি বড় বিস্মিত হলাম যে, একজন বাঁদি হয়ে সে এত কিছু জানে কি করে?

আমি খুব বিস্ময় নিয়ে তার দিকে মনোযোগী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুযুর্গদের মধ্য হতে কাকে কাকে চেন?

সে বলল : আমি মালেক বিন দিনার, বিশর হাফী, সালেহ মাযানী, আবু হাতেম সাজিস্তানী, মারুফ কারখী, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল বাগদাদী, রাবেয়া আদাবিয়া, শাওনা, এবং মায়মুনা প্রমুখ বুযুর্গদেরকে খুব ভালো করেই চিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : এসকল বুযুর্গদেরকে তুমি কিভাবে চেন?
সে বলল : হে আমার মহামান্য মনিব! আমি তাদেরকে কিভাবেই বা চিনব না? আল্লাহর শপথ! তারা তো হলেন অন্তরজগতের ডাক্তার ও চিকিৎসক। তারা প্রেমিকদের প্রেমাস্পদের পথ বাতলে দেন।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে বাঁদি! তুমি কি আমাকে চেন?

সে নিরবে কি যেন ভাবতে লাগল।

আমি বললাম : আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী।

সে তখন বলে উঠল–

হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করেছিলাম, যাতে তিনি আপনার সাথে আমার সাক্ষাত করিয়ে দেন।

আপনার সেই মনোমুগ্ধকর আওয়াজের কী অবস্থা যা দ্বারা আপনি শিষ্যদের মুর্দা অন্তর জীবিত করে তুলেন এবং শ্রোতাদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়?

আমি বললাম :
তা পূর্ব অবস্থায় বহাল আছে।

সে বলল :
কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে কুরআনের কিছু তেলাওয়াত করে অংশ শুনান।

আমি তার সামনে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়ে শুনালাম। এতটকু শুনেই সে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল।

আমি তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে চেতনা ফিরে পেল।

সে আবারও বলল :
হে আবু আব্দুল্লাহ! এটা তো তাঁর নাম মাত্র। যদি আমি তাঁকে চিনতে পারি এবং জান্নাতে তাঁকে দেখতে পারি তখন আমার অবস্থাটাই না কি হবে?

হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। আরও কিছু তেলাওয়াত করে শুনাও।

অতপর আমি এই আয়াত পাঠ করলাম–

> اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ۝

> 'যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে এসব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতই না মন্দ!'[১]

সে বলল :

হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি না কোনো মূর্তি পূজা করেছি আর না অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, তুমি আরও পড়তে থাক।

অতপর আমি এই আয়াত পাঠ করলাম–

---

১. সূরা জাছিয়া, আয়াত : ২১

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

'আর বল, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেওয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মতো, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে।

কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল!

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয় আমি এমন কারও প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সুকর্ম করেছে। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে।

কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল ![১]

সে বলল :

১. সূরা কাহাফ, আয়াত : ২৯-৩১

হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি তো নিজের নফসের সাথে নৈরাশ্যকে আবশ্যক করে রেখেছ। নিজের দিলকে আশা ও ভয়ের মাঝে স্থান দাও। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। কিছু আশাব্যঞ্জক আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাও। অতপর আমি পাঠ করলাম–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল।'

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

'সহাস্য ও প্রফুল্ল।'[১]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

'সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

তাদের রবের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকারী।'[২]

সে বলল :

আমার অন্তরে সেই প্রতিপালকের দিদার লাভের ইচ্ছা কতই না বেড়ে যাবে যেদিন তিনি আপন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন। হে আবু আব্দুল্লাহ! আরও পড়ে যাও। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। অতপর আমি পাঠ করলাম—

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ
وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَ كَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا
يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَ
لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ حُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ
لَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

---

১. সূরা আবাসা, আয়াত : ৩৩-৩৪

২. সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

'স্বর্ণ ও দামী পাথরখচিত আসনে! তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে মুখোমুখি অবস্থায়।

তাদের আশ-পাশে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা, পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।

তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে।

আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে।

আর (ঘোরাফেরা করবে) পাখির গোশ্‌ত নিয়ে, যা তারা কামনা করবে।

আরও থাকবে ডাগরচোখা হুর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ।

তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোনো অনর্থক কথা, এবং না পাপের কথা; শুধু এই বাণী ছাড়া, 'সালাম, সালাম।' (শান্তি, শান্তি।)[১]

আমি আরও তেলাওয়াত করলাম-

وَ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ﴿۲۷﴾ فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾ وَّ طَلۡحٍ
مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾ وَّ ظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾ وَّ مَآءٍ مَّسۡکُوۡبٍ ﴿۳۱﴾ وَّ فَاکِہَۃٍ کَثِیۡرَۃٍ ﴿۳۲﴾ لَّا
مَقۡطُوۡعَۃٍ وَّ لَا مَمۡنُوۡعَۃٍ ﴿۳۳﴾ وَّ فُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَۃٍ ﴿۳۴﴾ اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰہُنَّ اِنۡشَآءً ﴿۳۵﴾
فَجَعَلۡنٰہُنَّ اَبۡکَارًا ﴿۳۶﴾ عُرُبًا اَتۡرَابًا ﴿۳۷﴾ لِّاَصۡحٰبِ الۡیَمِیۡنِ ﴿۳۸﴾

'যারা ডানদিকে থাকবে তারা কতো ভাগ্যবান।
তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষ।
(আরও আছে,) কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।
আছে সম্প্রসারিত ছায়া।

আছে—সদা প্রবাহমান পানি।

আছে—প্রচুর ফলমূল।

১. সূরা ওয়াকেয়া, আয়াত : ১৫-২৬

যা শেষ হবার নয় এবং যা নিষিদ্ধও হবে না।

আর আছে—উঁচু শয্যাসমূহ।
(আর আছে লাস্যময়ী রমণী) যাদেরকে আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি।
তাদেরকে করেছি আমি চিরকুমারী।
করেছি সোহাগিনী, সমবয়স্কা।
ডান দিকের লোকদের জন্য।'[১]

অতপর সে বলল : হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে আপনি জান্নাতি হুরকে পয়গাম দিয়ে রেখেছেন? তার মোহর হিসেবে কী কিছু খরচ করেছেন?

আমি বললাম : তুমিই বলে দাও তার মোহর হিসেবে আমি কী করতে পারি? আমি তো এক দরিদ্র লোক।

সে বলল :

- রাত্রি জাগরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিন।
- সবসময় রোযা রাখতে থাকুন।
- ফকীর-মিসকীনদেরকে ভালোবাসুন।

এ কথাগুলো বলে সে পুনরায় বেহুঁশ হয়ে গেল।

আমি তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে চেতনা ফিরে পেয়েই মুনাজাত করল। মুনাজাত করতে করতে সে আবারও হুঁশ হারাল।

আমি তার নিকটবর্তী হয়ে দেখি সে আল্লাহর দরবারে চলে গেছে। নশ্বর এই দুনিয়া ত্যাগ করে সে পরপারের সুখ-সামগ্রীর কোলো আশ্রয় নিয়েছে। তার এ মৃত্যুতে আমি বড় মর্মাহত হলাম।

অতপর আমি বাজারে গিয়ে কাফনের সামান ক্রয় করে এনে যেই ঘরে প্রবেশ করলাম দেখি তাকে কাফন পড়ানো হয়ে গেছে এবং তার কাফন থেকে অভূতপূর্ব এক সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। আর তার উপর যেন জান্নাতের সবুজ কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কাফনের উপর দুটি লাইন লেখা রয়েছে। প্রথম লাইনে লেখা ছিল–

---

১. সূরা ওয়াকিয়া : ২৭-৩৮

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আর দ্বিতীয় লাইনে লেখা রয়েছে–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

'নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং নেই কোনো চিন্তা ও হাতাশা।'[১]

অতপর আমি আমার বন্ধুদের সাথে নিয়ে তার জানাযা বহন করলাম। জানাযার নামায আদায় করে তাকে দাফন করলাম। অতপর তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করলাম তারপর কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলাম। দুই রাকাত নামায পড়ে ঘুমিয় পড়লাম। স্বপ্নে দেখি–

সেই বাঁদি জান্নাতে বিচরণ করছে।
জান্নাতি পেশাক পরিধান করে যাফরান বেষ্টিত সিংহাসনে বসে আছে।
সুন্দুস ও ইস্তাবরাকের ফরশ তার জন্য বিছানো রয়েছে।
মাথায় মোতি জহরতের মুকুট।
পায়ে ইয়াকুতের জুতা।
যার থেকে আম্বর ও মিশকের সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে।
তার চেহারা যেন সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে।
.স আমাকে লক্ষ্য করে বলল –

- ফকীর-মিসকীনদের প্রতি ভালোবাসা,
- বেশি বেশি ইস্তেগফার পাঠ করা এবং
- মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া–

এই সব আমল আমাকে আজ এই উন্নত থেকে উন্নত মর্যাদায় পৌছে দিয়েছে।[২]

বাস্তবেই এসব আমল মানুষকে দুনিয়াতেও যেমন উপকৃত করে তেমিন পরকালে করে জান্নাতের অধিকারী।

ঘটনায় বর্ণিত তিনটি আমলই এমন যেগুলো মানুষকে অতি সহজে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। নিম্নে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই তিনটি আমলের সামান্য বিশ্লেষণ পেশ করছি।

---

১. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২

2 [সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৫২-২৫৬

ইস্তেগফারের বিনিময় জান্নাত

দেখুন, ইস্তেগফারের ফযিলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۱۳۶﴾

'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলম করল আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার-ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না।

এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!'[১]

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলা থেকে গাফেল হয় তখন তার থেকে গুনাহ ও পাপ সংঘটিত হয়। গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে, অতপর আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তেগফার করে তথা কায়মানোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে–

তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতের ফায়সালা করে দেন। জান্নাতের সবধরনের নিয়ামত দেওয়ার জন্য তাকে বাছাই করে নেন।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৫-১৩৬

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ
كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾ ؕ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا
يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾

'নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। ইতোপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল। রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ইস্তেগফার ও ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন তারপর মুত্তাকীদের পরিচয় বর্ণনা করে বলেছেন, তারা হলো সেই সকল লোক যারা–

দুনিয়াতে সৎকর্ম করত, রাতে খুব কম ঘুমাত বেশি বেশি ইবাদত করত এবং শেষ রাতে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করত। এদের জন্য জান্নাত এবং জান্নাতের সবধরনের নিয়ামত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾

'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবে তথা- ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন আর ক্ষমার পরই রয়েছে জান্নাত।[২]

---

১. সূরা জারিয়াত, আয়াত : ১৫-১৮
২. সূরা নিসা, আয়াত : ১১০

ইস্তেগফারের পার্থিব উপকারিতা

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا.

'তোমরা ঈমান এনে বিগত দিনগুলোর গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।'

এরপর এর পার্থিব উপকারিতা বর্ণনা করে তিনি বলেন—

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿١٢﴾

'তিনি তোমাদের ওপর অবারিত বৃষ্টি ধারা ছেড়ে দেবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।"[১]

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন—

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

'হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা করো, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ো না'।[২]

এসব আয়াতের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, গুনাহ থেকে তাওবা-ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তায়ালা যথাস্থানে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোনো রহস্যের কারণে এর খেলাফও হয় বটে, কিন্তু তাওবা-ইস্তিগফারের দ্বারা পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রচলিত রীতি। হাদিসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৩]

---

১. সূরা নূহ, আয়াত : ১১-১২
২. সূরা হুদ, আয়াত : ৫২
৩. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন বাংলা, পৃ. ১৪০৭

ইস্তেগফারের ফযিলত সম্পর্কে হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللهُ تَعَالٰى : مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي مَا لَم تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا ". رَوَاهُ فِي شرح السّنة

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে জানে যে, আমি গুনাহ্ মাফ করার অধিকারী, আমি তাকে মাফ করে দেব। এবং আমি (এব্যাপারে কারও) কোনো পরওয়া করি না। যাবৎ সে আমার সাথে কাউকেউ শরীক না করে।[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ رواه احمد وابو داود وابن ماجة

হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দেন, আর তাকে রিযিক দেন এমন জায়গা থেকে যে ব্যাপারে সে কল্পনাও করতে পারে না।[২]

---

১. শুরহুস-সুন্নাহ মেশকাত, হাদীস–২২২৯

২. আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ : মেশকাত হাদীস–২২৩০

ইস্তেগফারের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা মুমিন নারী পুরুষদেরকে ইস্তেগফার তথা তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন–

ثُمَّ اَفِيۡضُوۡا مِنۡ حَيۡثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۹۹﴾

'অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন করো, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

وَّ اسۡتَغۡفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ﴿۱۰۶﴾ۚ

'আর তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২]

وَ اسۡتَغۡفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۲۰﴾

'আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩]

وَّ اَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤۡتِ كُلَّ ذِىۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ ؕ وَ اِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ كَبِيۡرٍ ﴿۳﴾

'আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং অধিক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মোতাবেক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয় তোমাদের উপর বড় এক দিনের আযাবের ভয় করছি।'[৪]

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৯
২. সূরা নিসা, আয়াত : ১০৬
৩. সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত : ২০
৪. সূরা হুদ, আয়াত : ৩

সাইয়্যেদুল ইস্তেগফারের বিনিময়ে জান্নাত

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার (বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার) হলো তোমরা বল–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ।' আমি তোমার বান্দা; আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত অপরাধ রাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই।' এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে দিনের বেলা এটা পড়বে, আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতিদের অন্তর্গত হবে এবং যে এটা বিশ্বাস করে রাতের বেলা পড়বে আর সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতিদের অন্তর্গত হবে।[১]

১. সহীহ বুখারী, মেশকাত, হাদীস–২২২৭

মিসকীনদের কেন ভালোবাসবেন?

দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতি ভালোবাসা রাখা তথা তাদের সাথে সখ্যতা রাখা, তাদেরকে যথাযথ সম্মান করা এবং সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করাও জান্নাতে যাওয়ার একটি উপায়।

দরিদ্র ও অসহায় মিসকীনদের প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগীতা করার বিনিময়ে জান্নাত দান করার এবং সেই জান্নাতের একটি চমৎকার চিত্রের বর্ণনা দিয়ে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا
نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ
ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ۝١١ وَ جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا
جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ۝١٢ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا
شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا
تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ كَانَتْ
قَوَارِيْرَاۡ ۝١٥ قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَ يُسْقَوْنَ
فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى
سَلْسَبِيْلًا ۝١٨ وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ
حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝١٩ وَ اِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا
كَبِيْرًا ۝٢٠ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ وَّ حُلُّوْٓا
اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١ اِنَّ هٰذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢

'খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা দরিদ্র-মিসকীনদের, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে দেয়। আর তারা

বলে, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

পরিণামে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট থেকে এবং তাদেরকে দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ।

আর তাদের ধৈর্যশীলতার (প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিবৃত থাকা এবং নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মিসকীনদের দান করে দিয়ে নিজেরা ধৈর্য ধারণ করার) পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দেবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। সেখানে তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না। সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের ওপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পান পাত্রে—রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যান্জাবীল (আদ্রক) মিশ্রিত পানীয়, জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের যার নাম সালসাবীল। তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরেরা, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা, তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। তাদের পোষাক হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা রেশম, তারা অলংকৃত হবে রূপার নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্য, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত।'[১]

---

১. সূরা দাহার, আয়াত : ৮-২২

গরিব-মিসকীনদের জান্নাত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রাদি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনের দলে হাশর কর।

আম্মাজান আয়েশা রাদি. জিজ্ঞেস করলেন, কেন হে আল্লাহর রাসূল!
তিনি ইরশাদ করলেন, তারা ধনীদের ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হে আয়েশা! কোনো মিসকীনকে তোমার দুয়ার থেকে (খালি হাতে) ফিরিয়ে দিও না। খেজুরের একটা টুকরা হলেও প্রদান করো।

হে আয়েশা! মিসকীনদেরকে ভালোবেসো এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিও, বিনিময়ে–
আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তোমাকে নিকটে রাখবেন।[১]

গরিবরা যাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে

হযরত হাসান বসরী রহ. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

গরিব-মিসকীনদের সঙ্গে বেশি বেশি যোগাযোগ রাখবে এবং তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা, তাদের নিকট মূল্যবান সম্পদ রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম রাদি. আবেদন করলেন, আল্লাহর রাসূল! সেই সম্পদ কী?

বলা হলো, কিয়ামতের দিন (মিসকীনদেরকে) বলা হবে যে, দুনিয়াতে তোমাকে যেই ব্যক্তি এক টুকরা রুটি দিয়েছে বা এক ঢোক পানি পান করিয়েছে কিংবা একটি বস্ত্র পরধিান করিয়েছে আজ তাকে তালাশ করে তার হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাও। [আল্লামা ইয়াফেয়ী ইয়ামানী রহ. রওজুর রিয়াহীন]

---

১. তিরমিযী ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমান

হযরত হাসান বসরী রহ. আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

কিয়ামতের দিন ফকীর-মিসকীনদের আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হলে তারা আল্লাহ পাকের নিকট এমনভাবে ওজর আপত্তি করতে থাকবে যেমন দুনিয়াতে মানুষের নিকট মানুষ ওজর-আপত্তি করে থাকে। তখন আল্লাহ পাক বলবেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে দুনিয়াকে এই জন্য পৃথক করে রাখিনি যে, তোমরা আমার নিকট অপদস্থ ও নীচ ছিলে; বরং তার কারণ এই ছিল যে, আমি তোমাদের জন্য দুনিয়ার ওই সম্পদের চেয়েও বহুগুণের মূল্যবান কিছু রেখেছি।

শোনো! তোমাদের সামনে মানুষের যেই সারিগুলো দাঁড়িয়ে আছে তোমরা তার ভেতর ঢুকে পড় এবং দেখ যেই ব্যক্তি তোমাদেরকে দুনিয়াতে পানি পান করিয়েছে, তোমাকে খানা খাওয়ায়েছে তার হাত ধর, আজ সে তোমার, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভেতর একটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা শুরু হয়ে যাবে। তখন মিসকীনরা মানুষের সারিতে ঢুকে পড়ে দুনিয়াতে তাদেরকে যারা সাহায্য সহযোগীতা করেছিল তাদরেকে হাত ধরে নিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। [প্রাগুক্ত]

বর্ণিত আছে যে–

মহান আল্লাহ তায়ালা মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন, হে মূসা! আমার কোনো কোনো বান্দা এমন আছে যে, তারা যদি আমার নিকট গোটা জান্নাতও প্রার্থনা করে বসে তাহলে আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করব। বিপরীতে তারা যদি পার্থিব কোনো সম্পদ কামনা করে আমি কস্মিনকালেও তাদেরকে তা দান করব না। আর তাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ থেকে এই কারণে বঞ্চিত করিনি যে, আমি তাদেরকে ভালোবাসি না; বরং তার কারণ এই যে, আমি চাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ থেকে তাদেরকে এমনভাবে রক্ষা করব যেমন রাখাল নিজের ছাগলপালকে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রক্ষান্তরে আখেরাতে আমি তাদেরকে অগণিত ও বিপুল নিয়ামত দান করব। [প্রাগুক্ত]

হযরত ইবনে ওমর রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

প্রত্যেক বস্তুরই একটি চাবি আছে। আর জান্নাতের চাবি হলো, ফকির-মিসকীন এবং সত্যবাদী ও ধৈর্যশীলদের প্রতি ভালোবাসা। যারা এই শ্রেণির লোকদেরকে ভালোবাসবে হাশরের দিন তারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে অবস্থান করবে। [প্রাগুক্ত]

তাই আসুন আমরা সমাজ ও দেশের দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করি এবং প্রয়োজনমতো সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী সহযোগীতা করার চেষ্টা করি।

গভির রাতে হুরের সেবা

দুনিয়ায় থেকে হুরের সেবা।
এক বিস্ময়কর গল্প।
এক বিস্ময়কর অনুভূতি।

গভির রাতে যদি কোনো অপ্সরী এসে আপনার পাশে বসে আর আপনার সেবা করে তাহলে তা কেমন রোমাঞ্চক হবে তা কল্পনা করা যায় কি? হাঁ, এমনই এক ঘটনা ঘটেছে প্রখ্যাত বুযুর্গ শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ রহ.-এর সাথে। ঘটনাটি তিনি নিজেই বলেন।

তিনি বলেন, একবার আমার পায়ে খুব ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। খুব কষ্ট করে নামায পড়ছিলাম। ব্যথাটি লাগাতার কয়েকদিন যাবত আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। এক রাতে নামায পড়তে উঠলাম, তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল তবুও বহু কষ্টে নামায শেষ করলাম এবং নামায আদায় শেষে অত্যাধিক ক্লান্তির কারণে চাদরের উপর মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুমেই স্বপ্নে দেখি–

এক অনিন্দ সুন্দরী ও পরমা রূপসী রমণী আমার কাছে এলো।
তার আপাদমস্তক রূপ-লাবণ্যে ভরা ছিল।
তার চেহারা এত উজ্জ্বল ছিল যেন সূর্যের কিরণ ঠিকরে পড়ছে।
তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য পূর্ণিমার চাঁদের ঔজ্জ্বলকে যেন ম্রিয়মান করে দিয়েছে।

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সদ্য ফুটন্ত একটি ফুল যেন দর্শকের নয়ন জুড়ানোর জন্য নিজের পাপড়িগুলো মেলে ধরছে আর তার সুবাসে চারদিক মোহিত করছে।

তার সাথে ছিল কয়েকজন বান্ধবী তারাও যেন প্রত্যেকেই একেকটি মোতির টুকরা।

যেমন ছিল তাদের রূপ-লাবণ্য তেমন ছিল তাদের মোহনীয়তা।

তাদের মনোহারী চক্ষুযুগল যেন মায়ার জাল বিছিয়ে দিচ্ছে পরম যত্নের সাথে।

তাদের মুখের হাসির রেখা এতই প্রভাবময় ছিল যেন তাবৎ বিশ্বকে জয় করে নেবে।

একজন খুব নরম স্বরে বলে উঠল, লোকটিকে উঠাও, তবে সাবধান! তার ঘুমে যেন কোনো ব্যঘাত না ঘটে।

তারা সকলেই আমার দিকে মুখ করে বসল। তারপর সকলে মিলে পরম যত্নের সাথে আমাকে উঠাল। তারা একে অপরকে বলছিল, তার জন্য নরম বিছানা বিছাও। তুলতুলে বালিশের ব্যবস্থা করো।

তৎক্ষণাৎ তারা আমার জন্য উপরে নিচে নরম ও আরামদায়ক বিছানা বিছিয়ে দিল। আমি জীবনে কখনও এমন আরামদায়ক বিছানা দেখিনি। এরপর তারা আমার জন্য সবুজ রঙের উৎকৃষ্ট মানের কয়েকটি বালিশ এনে দিল।

একজন আদেশ করল, তাকে বিছানায় শুইয়ে দাও। তবে সাবধান! তার ঘুম যেন ভেঙে না যায় সে দিকে খুব খেয়াল রেখো। তারা আমাকে সেই বিছানায় শুইয়ে দিল। আমি তাদেরকে দেখছিলাম আর তাদের কোমল স্বরের মুগ্ধকর আলোচনাগুলো খুব মুগ্ধতার সাথে শুনছিলাম। তাদের কণ্ঠের ধ্বনি যেন আমাকে এক মোহনীয় সুরের ভুবনে নিয়ে যাচ্ছিল।

এরপর একজন আদেশ করল, তার চারপাশে ফুলে ফুলে ভরে দাও। আদেশ হওয়া মাত্রই আমার বিছানার চারপাশে সুবাশিত ফুলের বাহার বইয়ে দিল। এরপর প্রথম দেখা সেই অপরূপ সুন্দরী আমার কাছে এসে বসল। এবং আমার পায়ের ব্যথার স্থানে তার কোমল হাতে আলতো করে মালিশ করে দিল। এরপর বলল :

দাঁড়িয়ে যাও, নামায পড়ো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আরোগ্য দান করেছেন।'

তার একথা বলামাত্রই আমার চোখ খুলে গেল। তখন আমি যথেষ্ট আরোগ্য ও সুস্থতা অনুভব করছিলাম। মনে হলো যেন, ইতিপূর্বে আমার কোনো রোগই ছিল না। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার কোনো রোগ হয়নি। আর আমার হৃদয়ে আজ পর্যন্ত তার মধুর কণ্ঠের উচ্চারিত বাক্যগুলোর–

'উঠে দাড়াও, নামায পড়ো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আরোগ্য দান করেছেন' স্বাদ বিদ্যমান রয়েছে।[১]

নিয়মিত আমল আর লাগাতার সাধনা-মুজাহাদা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয়। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভ হওয়ার পর দুনিয়াতেই তার সফলতার নিদর্শন দেখা যায় যেমন দেখেছেন অতিতযুগের এসব শায়খ ও বুযুর্গগণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাঁর সন্তুষ্টির পথে সাধনা ও মুজাহাদা করার শক্তি, সাহস ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

---

১. সূত্র : রওযুর রায়াহীন

দুনিয়ায় থেকে হুরের সাথে গল্প

হুরের সাথে গল্প!
সত্যিই এমনটি সম্ভব!
শিরোনাম শুনে তোমাদের আগ্রহ হচ্ছে!
গল্পটি পড়তে তোমাদের মন আঁকুপাকু করছে।
তোমরা উতালা হচ্ছো সেটা আবার কেমন করে দুনিয়ায় থেকে সম্ভব হয়।

তাহলে শোনো...
আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে একটা নিয়মের মধ্যে রেখেছেন। এখানে কারণ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আর স্বাভাবিকভাবে চর্মচোখে হুরের দিদার দুনিয়ায় সম্ভব না। তবে আল্লাহ চাইলে সব অসম্ভবই সম্ভব।

শায়খ আল্লামা ইয়াফেয়ী ইয়ামানী রহ. বলেন– এক নেককার লোক চল্লিশ বছর আল্লাহ তাআলার ইবাদতে লিপ্ত রইলেন। সাধনা-মুজাহাদা করলেন। একদিন কোনো বিষয়ে তার মনে অভিমানের অবস্থা প্রবল হয়ে উঠল।

যার সাথে মহব্বত যত অধিক হয় তার সাথেই অভিমান হয়। অতিত যুগের আল্লাহওয়ালারা মাঝেমধ্যে আল্লাহর সাথেও অভিমান করতেন। এটা তাদের জন্য সাজতও বটে। আর এই অভিমান দ্বারা আল্লাহর সাথে তাদের মহব্বত আগের তুলনায় আরও বেড়ে যেত। ওই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ একদিন গভির রাতে মসজিদের মেহরাবের সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ইবাদত করলেন তারপর মহান আল্লাহর নামের যিকির করলেন। এরপর আল্লাহ তাআলার কাছে অভিমানের স্বরে দুআ করলেন এবং দুআয় বললেন,

"হে পরম দয়ালু ও একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক, হে বিশ্বপ্রতিপালক! হে মহান স্রষ্টা! আপনি আমার জন্য জান্নাতে যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, যতগুলো হুর তৈরি করে রেখেছেন, সেগুলো আমাকে দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিন।"

তার দুআ শেষ হতে না হতেই মেহরাব ফেটে গেল এবং এমন সুন্দরী ও রূপসী এক হুর বেরিয়ে এলো–

যদি সে দুনিয়ায় বেরিয়ে আসত তাহলে তার রূপ-লাবণ্যে সারা দুনিয়া পাগল হয়ে যেত।

তার চেহারার উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার চাঁদের উজ্জ্বলতাকেও যেন হার মানায়।

তার ডাগর চোখের চাহনী যে কোনো কঠিন হৃদয়ের পুরুষকে বশ করতে সক্ষম।

তার মায়াবি মুখের মিষ্টি হাসি যে কোনো সঙ্গীর অন্তরকে নাড়া দিতে সক্ষম।

তার কথার প্রতিটি শব্দ যেন একেকটি ছন্দ বা ছড়া।

তার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকালে দুনিয়ার সব কষ্ট ও দুঃখ যেন মুহূর্তে উবে যায়।

আবেদ দীর্ঘক্ষণ অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চেহারার সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তিনি যেন দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ইবাদতের কষ্ট মুহূর্তে ভুলে গেলেন। তার শরীরে যেন নব যৌবন ফিরে এলো এবং তিনি যেন পচিশ বছরের এক টাগড়া যুবকের শক্তি অনুভব করলেন।

তিনি বিস্ময়ের ঘোর থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলনে–
কে তুমি?
তুমি কোনো মানব না পরী?
না আকাশের কোনো অপ্সরী।
তোমার চেহারা, তোমার সৌন্দর্য, তোমার ঔজ্জ্বল্য এবং তোমার রূপ-লাবণ্য তো যে কাউকে পাগল করবে।

এমন পাগল যে পাগল তোমাকে ছাড়া দুনিয়ার আর সবকিছু ভুলে যাবে।
বলো কে তুমি?
এবার হুরটি কথা বলে উঠল।
সেই আবেদ বলেন,
তার মুখ থেকে শব্দ বের হতেই যেন এক মুগ্ধকর সুর লহরী আমার কর্ণকুহুরে ঝংকার তুলল।
আমার অন্তর তার কথার ছন্দে আলোড়িত হলো।
হলো আন্দোলিত।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনলাম সে বলছে,

“তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট যা যা চেয়েছ তা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। আমাকে আল্লাহ তাআলা তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন এই জন্য যে, আমি তোমার বান্ধবী হবো। রাতভর আমি তোমার সাথে গল্প করব। তোমার মনের অস্থিরতা দূর করব। তোমার সঙ্গ দিয়ে তোমাকে ইবাদতের জন্য আরও উৎসাহিত করে তুলব।”

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম,
আমি তোমার মতো এমন সুন্দরী হুর কতজন পাব?
হুর বলল,
একশজন পাবেন।
প্রত্যেকের সাথে আবার একশত সেবিকা থাকবে।
প্রত্যেক সেবিকার জন্য আবার একশজন করে দাসী থাকবে।
প্রত্যেক দাসীর জন্য আবার একশত দেহরক্ষী থাকবে।
আবেদ বলেন,

আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

হে আমার অন্তর রাজ্যের রাণী! হে আমার প্রাণাধিক প্রিয়া! জান্নাতে আমার থেকে বেশিও কি কেউ প্রাপ্ত হবে?

সে আমাকে আরও বিস্মত করে দিয়ে বলল,

তুমি তো কিছুই নও। সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতিও এতগুলো হুর প্রাপ্ত হবে। যে সকাল-সন্ধ্যা শুধু–‘আস্তাগফিরুল্লাহাল আজীম’ পাঠ করে।[১]

মেহরাব ফেটে হুরের আগমন

এক যুবকের গল্প।

হুরের সাক্ষাত লাভের গল্প।

হুর, হ্যাঁ হুর। কিন্তু হুর বললেই যেমন সুন্দর একটা অবয়ব তোমাদের চোখে ভেসে ওঠে তেমন নয়; ; বরং কুশ্রী ও ভয়ঙ্কর আকৃতির এক হুরের সাক্ষাত লাভের গল্প।

---

১. আল্লামা ইয়াফেয়ী ইয়ামানী রহ. : রওজুর রিয়াহীন

শায়খ আবু বকর জারির রহ. বলেন, আমার নিকট একজন সুশ্রী গোলাম ছিল। দিনভর রোযা রাখত, রাতভর নামায পড়ত। একদিন সে আমার কাছে এসে এক বিস্ময়কর স্বপ্নের বর্ণনা দিল। আমি তার ইবাদত বন্দেগী ও যিকির অযিফা সম্পর্কে অবগত থাকায় তাকে পুরাপুরিই বিশ্বাস করি। সুতরাং তার স্বপ্নটাও বিশ্বাসযোগ্য ছিল। সে বলল–

আজ রাতে আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম তাই আগে আগে ঘুম চেপে বসল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আগে ঘুমানোর কারণে আমার কিছু নিয়মিত অযিফা ছুটে গেল। আমি স্বপ্নে দেখি–মসজিদের মেহরাব ফেটে গেছে এবং মেহরাবের ভেতর থেকে কয়েকজন অপরূপ সুন্দরী রমণী বেরিয়ে এলো। জীবেন কখনও আমি এমন সুন্দরী রমণী দেখিনি। তাদের সৌন্দর্য দেখে আমি পাগলপারা হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি এক ভিন্ন জগতে চলে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি কোথায় আছি। আমি অপলক তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার নয়ন যেন তৃপ্ত হতে চায় না। আমার অন্তর যেন এক অজানা আনন্দে আন্দোলিত হচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার আমি বিস্মিত ও ভীত হলাম যে, তাদের সাথে আরেকটি রমণী এমন এলো যার চেহারা অত্যন্ত কালো ও কুশ্রী। তার চেহারার দিকে তাকালে যে কেউ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। আমিও ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। ভয়ে তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমি সেই সুন্দরী রমণীদের জিজ্ঞেস করলাম, হে অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী রমণীকুল! তোমরা কারা আর এই কুশ্রী রমণীটিই বা কে?

তারা উত্তরে বলল,

আমরা তোমার এবং তোমার অতিত রজনী। তথা তোমার অতিত রাতের ইবাদতের বিনিময়। আর এ হলো তোমার আজকের রাতের বিনিময় যে রাতে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার কথা ভুলে গিয়ে সুখ নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়ে আছ। তুমি যদি আজ রাতে মারা যাও তাহলে আজ রাতের বিনিময়ে এই কুশ্রী রমণীটি তোমার ভাগ্যে জুটবে।

সুতরাং আমরা তোমাকে সতর্ক করতে এসেছি, তুমি এভাবে ঘুমিয়ে কাটালে তোমার ভবিষ্যত বড় ভয়াবহ হবে।

অতএব, তুমি উঠ এবং প্রতি রাতের মতো আজও ইবাদত করে করে ক্লান্ত হও।

ক্লান্ত শরীর নিয়ে অসহায়ের ভঙ্গিতে আমাদের মতো অপরূপ হুরদের স্রষ্টার কাছে কাতর স্বরে প্রার্থনা করো।

আল্লাহ হাফেজ।

যুবক বলল, যখনই রাতে আমার ঘুম চাপে তখনই আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়; আর মুহূর্তেই আমার ঘুমও উড়ে যায়। তাদের কণ্ঠের সেই মধুময় আওয়াজ আজও আমার কানে ঝংকার তুলে।

সেই হুরদের রূপের কথা মনে পড়লে আমি দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যাই। তাদের পাওয়ার জন্য আমার সর্বস্ব বিলিন করতে হলেও আমি প্রস্তুত আছি।[১]

বছর ব্যাপি হুরদের সাজগুজ

দুনিয়ার নারীরা কোথাও যেতে হলে সাজগুজ করে।
চেহারায়-মুখে মেকাপ করে।
নিজের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলে।
নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কত প্রসাধনী-ই না ব্যবহার করে।
হ্যাঁ, জান্নাতেও হুরেরা সাজগুজ করবে। তাদের সাজগুজ চলতে থাকে বছরব্যাপি।
যদিও তারা সাজগুজ ছাড়াই চাঁদের চেয়ে সুন্দর।
তারাদের চেয়ে বেশি চকচকে।
সূর্যের চেয়ে বেশি আলোকিত।
তবুও তারা সাজবে।
হে ভাই!
তারা সাজবে আপনার জন্য।
তারা সাজবে নামাযীদের জন্য।
তারা সাজবে রোযাদারদের জন্য।
তারা সাজবে প্রবৃত্তির তাড়না মিটানো থেকে বিরত থাকা মুমিনের জন্য।
তারা সাজবে প্রিয় নবীর আদর্শ ও সুন্নতকে বাস্তবায়নকারীর জন্য।
হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

১. আল্লামা ইয়াফেয়ী ইয়ামানী রহ. : রওজুর রিয়াহীন

বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে সাজানো হয় রমযান মাসের জন্য।
অনুরূপভাবে হুরদেরকেও সাজানো হয় রমযান মাসের জন্য।
জান্নাত বলতে থাকে :
'হে আল্লাহ! এই এক মাসের মধ্যেই আমার জন্য আপনার বান্দাগণের মধ্য হতে আমার অধিবাসি নির্ধারণ করে দিন।'

অনুরূপভাবে হুরেরাও এ প্রার্থনা করতে থাকে যে,

'হে আল্লাহ! এ মাসের মধ্যেই আমার জন্য আপনার নেক বান্দাদের মধ্য হতে আমার স্বামী নির্ধারণ করে দিন।

যাকে দেখে আমার চোখ শীতল হবে এবং আমাকে দেখে তার চক্ষু শীতল হবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

- যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখল,
- পানাহার বর্জন করল,
- কোনো মুমিনের উপর অপবাদ আরোপ করল না,
- রোযা অবস্থায় কোনো ধরনের গুনাহও করল না–

আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতেই তার সাথে একশত হুরের বিয়ে করিয়ে দেন।

তার জন্য–

জান্নাতে লু' লু', ইয়াকুত এবং যবরজদের প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন।

সেই প্রাসাদে যদি পুরো দুনিয়াকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা সেই প্রাসাদের ততটুকু জায়গা দখল করবে যতটুকু একটি বকরি দখল করে থাকে। সুবহানাল্লাহ![১]

---

১. সূত্র : জান্নাতের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ২৫০-২৫১

এক ডাগরনয়না হুর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :
যে ব্যক্তি রমযান মাসে নিরব থেকে রোযা রাখবে,
সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকবে,

হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনে সে অনুযায়ী আমল করবে, আর তাতে কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত হবে না—

রমযান মাস অতিক্রম হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

তার প্রত্যেক বার সুবহানাল্লাহ বলা ও লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি সবুজ জামারজাদ পাথরের ঘর বানানো হবে।

সেই ঘরের মাঝখানে একটি লাল ইয়াকুত পাথর হবে।

সেই লাল ইয়াকুত পাথরের মাঝখানে একটি স্বচ্ছ মুক্তার তাঁবু হবে। সেই তাঁবুতে একটি ডাগরনয়না হুর স্ত্রী থাকবে।

সে লাল ইয়াকুতে সজ্জিত সোনার দুটি কঙ্কণ পরিধান করে থাকবে। সেগুলো এতো আলোকময় হবে যে, তার আলোয় গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। তিনি তাতে বলেন :

রমযান মাস নিকটবর্তী হয়েছে। যদি আমার উম্মত জানত, রমযান মাসে কী কী নিয়ামত রয়েছে তাহলে তারা সারা বছর রমযান হওয়ার আকাঙ্খা করত।

খোযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি আবেদন করলেন, আল্লাহর রাসূল! রমযানে কী কী নিয়ামত রয়েছে আমাদের একটু শোনাবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

শোনো! বছরের শুরু থেকেই রমযান মাসকে উপলক্ষ করে জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয় এবং রমযানের প্রথম রাতে আরশের নীচ থেকে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। এর ফলে জান্নাতের গাছের পাতাগুলোয় মর্মর ধ্বনি উঠতে থাকে।

জান্নাতের ডাগরনয়না হুরেরা তা দেখে বলতে থাকে –

হে আমাদের রব! এ মাসে আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের সাথী নির্ধারণ করে দিন। যাদের কারণে আমাদের চোখ শীতল হবে আর আমাদের কারণে তাদের চোখ শীতল হবে।

সুতরাং যে বান্দা-ই রমযান মাসে রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে মুক্তার তাঁবুতে অবস্থিত ডাগরনয়না দুই হুরকে বিবাহ দিয়ে দেবেন। যার বিবরণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে দিয়েছেন–

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۝

তারা হূর, তাঁবুতে থাকবে সুরক্ষিতা।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

যাদেরকে ইতোপূর্বে স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ আর না কোনো জিন।[১]

তাদের প্রত্যেকের গায়ে সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে।

প্রত্যেকটির রং অন্যটি থেকে ভিন্ন হবে।

প্রত্যেকে সত্তর প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

তাদের প্রত্যেকে লাল ইয়াকুতে নির্মিত মুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত সিংহাসনে বসা থাকবে।

প্রত্যেক সিংহাসনে সত্তরটি বিছানা থাকবে, যা রেশমের আস্তর বিশিষ্ট হবে।

প্রত্যেকের জন্য সত্তরজন করে সেবিকা থাকবে।

উল্লিখিত নিয়ামত রমযান মাসের অন্যান্য আমল ছাড়া শুধুমাত্র প্রত্যেক দিনে রোযার বিনিময়ে প্রদান করা হবে।[২]

---

১. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৭২ ও ৭৪

২. সূত্র : তানযীহুশ শরীআ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৩-১৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪১ : তাম্বীহুল গাফেলীন রমযান অধ্যায়

হুরের আলোয় যুবকের মৃত্যু

একটি বিস্ময়কর মৃত্যুর গল্প।

হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী রহ. বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌঁছেছে যে, একবার জান্নাতে একটি নূর চমকে উঠল।

উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করল, এটা কীসের চমক?

বলা হলো, জান্নাতের এক হুর তার স্বামীকে দেখে মুচকি হাসি দিয়েছে এটা তারই চমক।

হযরত সালেহ মিররী রহ. বলেন, এই ঘটনা বলার সময় মজলিসের এক কোণে এক যুবক বসা ছিল। যুবকটি উক্ত বর্ণনা শুনামাত্রই এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এমনকি এভাবেই তার মৃত্যু এসে গেল।

হযরত আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী রহ. হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এক হাকীমের সাথে তার সাক্ষাত ঘটল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

'তোমার অন্তরে কি হুরেঈনের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা আছে?'

সে উত্তরে বলল : 'না।'

তিনি তাকে বললেন : 'আকাঙ্খা রাখো। কারণ, তার চেহারার নূর হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর।'

একথা শুনেই হাকীম বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তার স্বজনেরা তাকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে গেল। এক মাস পর্যন্ত তার শুশ্রূষা করতে হলো। তারপরই সে সুস্থ হলো।[১]

---

১. সূত্র : হাদিল আরওয়াহ : জান্নাতের বর্ণনা

জান্নাতের বর্ণনা শুনেই যুবকের মৃত্যু

একটি মৃত্যুর গল্প।
জান্নাতের আগ্রহে বিস্ময়কর মৃত্যু।
প্রিয় নবীর পবিত্র মুখে জান্নাতের গল্প শুনে জান্নাতের আগ্রহে প্রথমে জ্ঞানহারা পরে মৃত্যু।

হযরত ইবনে ওমর রাদি. বলেন :
হাবশা থেকে এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুককে বললেন :

'জিজ্ঞাসা করো ও জবাব বুঝে লও।'
আগন্তুক জিজ্ঞেস করল :
'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চেহারা ও রং নবুওয়াতের দরুন আমাদের চেয়ে উত্তম হয়েছে। আপনি যার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং যা আমল করেছেন যদি আমিও তার প্রতি ঈমান আনি ও সেইসব আমল করি তাহলে কী আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে পারব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'হ্যাঁ, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতে কালো লোকের সৌন্দর্যকে হাজার বছরের দূরত্ব হতে দেখা যাবে।'

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'যে ব্যক্তি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে, সে আল্লাহ তাআলার যিম্মাদারীতে এসে যায়।'

'আর যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া-বিহামদিহী' বলবে, তার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হবে।'

এক ব্যক্তি বলল,

'হে আল্লাহর রাসূল! এতদসত্ত্বেও আমরা কীভাবে ধ্বংস হবো?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘এক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এত বেশি আমল নিয়ে আসবে যে, যদি তা পাহাড়ের উপর রাখা হয় তাহলে পাহাড়ের জন্যও তা ভারি হয়ে যাবে। কিন্তু নিয়ামত অথবা বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতসমূহ উপস্থিত হবে, তখন তার সমস্ত আমল নিয়ামতের মোকাবেলায় নিঃশেষ হয়ে যাবে; যদি না আল্লাহ তাআলা আপন রহমত দ্বারা তাকে ঢেকে নেন।’

উক্ত বিষয়ের উপর সূরা দাহারের প্রথম – هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ হতে.......

رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا كَبِيْرًا ۝ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়েছে।

অতপর সেই হাবশি জিজ্ঞেস করল :

‘আমার চক্ষু কী জান্নাতে তা-ই দেখবে যা আপনার চক্ষু দেখবে?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘হ্যাঁ, তা-ই দেখবে।’

হাবশি কাঁদতে লাগলেন এবং এমনকী সে বেহুশ হয়ে গেলো, একসময় দেখা গেলো সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদি. বলেন :

আমি দেখেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে কবরে নামিয়েছেন।[১]

---

১. সূত্র : তাবারানী শরীফ : তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা অনুবাদ, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬৮, হায়াতুস সাহাবাহ রাদি. উর্দু খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা : ৮৯

জান্নাতের দরজা যাদের ডাকবে

পৃথিবীতে এমন কিছু আমল আছে যেসব আমল মানুষকে এমন মর্যাদায় পৌঁছে দেবে যে, সে যখন আখেরাতে উপনীত হবে তখন জান্নাতের দরজাগুলো তাকে আহ্বান করতে থাকবে এসো বন্ধু এই জান্নাতে প্রবেশ করো। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

১। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (যে কোনো বস্তুর) দুই জোড়া খরচ করবে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে। তাকে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, এই দরজা তোমার জন্য উত্তম।

২। নামাযীকে নামাযের দরজা আহ্বান করবে।

৩। যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তাকে জিহাদের দরজা আহ্বান করবে।

৪। রোযাদারকে রোযার জন্য নির্ধারিত বিশেষ দরজা অর্থাৎ রাইয়্যান দরজা আহ্বান করবে।

৫। যে দান-খয়রাত করবে, তাকে দানের দরজা আহ্বান করবে।

হযরত আবু বকর রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! নিশ্চয় এমন কোনো ব্যক্তিও হবে, যাকে সকল দরজা থেকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান জানানো হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আর আমি আশা করি, সেই ব্যক্তি তুমিই হবে।[১]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوْكِ . هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ هُوَأَخُوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ.

হযরত জাবের রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার মধ্যে এই তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যুকে সহজ করবেন এবং তাকে আপন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেই গুণগুলো হলো-

১। অসহায় দুর্বলের সাথে সদ্ব্যবহার করা,

২। পিতামাতার প্রতি সদাচারণ করা এবং

৩। দাস-দাসীদের সঙ্গে (কর্মচারী ও ঘরের চাকর-বাকরদের সাথে) ভালো ব্যবহার করা।[২]

১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৮৯৭]

২. জামিউত তিরমিযী, হাদীস : ২৪৯৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস : ৩২২০

জান্নাতের বর্ণনায় হাবশির মৃত্যু

একটি মুরসাল হাদীসের গল্প।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. বলেন, হযরত ইবনে যায়েদ রাদি. আমাদের বলেছেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা দাহার পাঠ করলেন, আর তখন তাঁর সামনে একজন কালো-কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বসা ছিল।

সূরা দাহার–

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا
بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّآ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ
يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ
اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا
وَّ اَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا
شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ
اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ۝١١ وَ جَزٰىهُمْ بِمَا
صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ۝١٢ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ
فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ
قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّ اَكْوَابٍ
كَانَتْ قَوَارِيْرَاۡ ۝١٥ قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَ يُسْقَوْنَ
فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى
سَلْسَبِيْلًا ۝١٨ وَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ

حَسِبۡتَهُمۡ لُؤۡلُؤًا مَّنۡثُوۡرًا ﴿۱۹﴾ وَ اِذَا رَاَیۡتَ ثَمَّ رَاَیۡتَ نَعِیۡمًا وَّ مُلۡکًا
کَبِیۡرًا ﴿۲۰﴾ عٰلِیَهُمۡ ثِیَابُ سُنۡدُسٍ خُضۡرٌ وَّ اِسۡتَبۡرَقٌ ۫ وَّ حُلُّوۡۤا اَسَاوِرَ
مِنۡ فِضَّۃٍ ۚ وَ سَقٰهُمۡ رَبُّهُمۡ شَرَابًا طَهُوۡرًا ﴿۲۱﴾ اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُمۡ
جَزَآءً وَّ کَانَ سَعۡیُکُمۡ مَّشۡکُوۡرًا ﴿۲۲﴾

'মানুষের উপর কী কালের এমন কোনো ক্ষণ আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে।

আমি তাকে পরীক্ষা করব, তাই আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী হবে অথবা অকৃতজ্ঞ।

আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।

(আর) নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা–

পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফূর।

এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে।

তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত।

তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে।

তারা বলে :

'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকরও না।

আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি।

সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা।

আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন।

তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে।

তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যাধিক শীত।

তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে।

তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- রূপার ন্যায় শুভ্র স্ফটিক পাত্র; তারা তা পরিমাপ করবে সম্পূর্ণ-পরিমিতভাবে। (অর্থাৎ : প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র ভরে দেওয়া হবে।)

সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত সুরা, সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল।

আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে।

আর তুমি যখন দেখবে–তুমি সেখানে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য।

তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক।

আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

(তাদেরকে বলা হবে :) ‘এটিই তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসাযোগ্য।’[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জান্নাতের এমন মুগ্ধকর বর্ণনায় পৌঁছলেন তখন ওই সাহাবি বিকট চিৎকার দিল আর তারপরই তার প্রাণবায়ু উড়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

‘জান্নাতের আগ্রহ তোমাদের সাথীর (অথবা বললেন, তোমাদের ভাইয়ের) প্রাণবায়ু বের করে দিয়েছে।’ সুবহানাল্লাহ!

[সূত্র : তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইফাবা খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৫৭, হায়াতুস সাহাবাহ রাদি. উর্দু খণ্ড -৩, পৃষ্ঠা : ৮৯]

জান্নাতি সরদারের ক্রন্দন

হযরত ওমর রাদি.।
একটি নাম একটি ইতিহাস।
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।
প্রিয় নবীর পবিত্র মুখে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত।
তবুও তিনি কাঁদতেন আল্লাহর ফায়সালার ভয়ে।

হযরত আলী রাদি. বলেন :

যখন আবু লু'লু' হযরত ওমর রাদি.-কে ফজরের নামাযে জখম করল, তখন আমি তার নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি অঝোরে কাঁদছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন?’

তিনি বললেন, ‘আসমানের খবর আমাকে কাঁদাচ্ছে। জানি না, আমাকে কি জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে না জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে?’

---

১. সূরা দাহার, আয়াত : ১-২২

আমি বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা এতবার বলতে শুনেছি যা আমি গণনা করতে পারব না যে–

"আবুব বকর ও ওমর মধ্যবয়সী জান্নাতিদের সরদার হবে। তাঁরা খুব ভালো মানুষ।"

তখন হযরত ওমর রাদি. বললেন, 'হে আলী! তুমি কি আমার জান্নাতের সাক্ষী হবে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

সেই সময় হযরত হাসান রাদি.ও পাশে উপস্থিত ছিলেন তাই তিনি হযরত হাসান রাদি.-কেও সম্বোধন করে বললেন,

হে হাসান! তুমিও তোমার পিতার কথার উপর সাক্ষী থাক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'ওমর জান্নাতি।'

[সূত্র : হায়াতুস সাহাবাহ. রাদি. উর্দু খণ্ড –৩, পৃষ্ঠা : ৮৯ : ইবনে আসাকীর, আল মুনতাখাব-৪/৪৩৮]

সহাবাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ۫ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তাঁরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়,

তুমি তাঁদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে।

তাঁরা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে।

তাঁদের আলামত হচ্ছে-

তাঁদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাঁদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাঁদের দৃষ্টান্ত হলো-

একটি চারাগাছের মতো, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাঁঠের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।'[১]

১. সূরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯

আমি জান্নাতি

নিজের জান্নাতি হওয়ার নিশ্চয়তার গল্প।
সাহাবায়ে কেরাম এমনই ছিলেন।
বলছিলাম হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি.-এর ঘটনা।
যিনি আশারায়ে মুবাশ্বারা তথা সেই দশজনের একজন ছিলেন-যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত মুসআব রহ. বলেন,

আমার পিতা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদি.-এর ইনতেকালের সময় তাঁর মাথা আমার কোলের উপর ছিল। আমার চোখ দিয়ে তখন পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আমি নিরবে খুব কাঁদছিলাম। পিতা আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

'হে ছেলে! কাঁদছ কেন?'
আমি বললাম,
'আপনার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এবং আপনার বর্তমান এই অবস্থা দেখে কাঁদছি।'

তিনি বললেন,
'কেঁদো না বাবা। আল্লাহ আমাকে কখনও আযাব দেবেন না; বরং আমি নিশ্চিত জান্নাতি।'

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাদের সকল নেক আমলের বদলা দান করবেন, যা তারা আল্লাহর জন্য করেছে।

আর কাফেরদের ভালো আমলের কারণে আযাবকে হালকা করে দেবেন। আর যখন রিয়াকার মুমিনদের নেক আমল শেষ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে বলবেন,

প্রত্যেকে তাদের নেক আমলের প্রতিদান যেন ওই সমস্ত লোকদের কাছ থেকে নিয়ে নেই যাদের সন্তুষ্টির জন্য তারা আমল করেছিল।[১]

---

১. ইবনে সাদ-৩/১৪৭ : হায়াতুস সাহাবাহ রাদি. উর্দু খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৯০

কার অপেক্ষায় সিংহাসনের ওই হুর?

কেমন হয় যদি আপনি দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতি প্রেমাস্পদ অনিন্দ সুন্দরী হুরেরা আপনার অপেক্ষায় থাকে এবং অন্যকে তাগাদা করে আপনাকে জলদি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য?

বাড়ির বাইরে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আহবান পড়ে দ্রুত বাড়ি যাওয়ার জন্য। এই আহবান কত মজার যার ভাগ্যে জুটেছে সেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

প্রিয় পাঠক!

এমনই ঘটনা ঘটেছিল অতিত যুগের এক নওমুসলিমের সাথে। সেই বিস্ময়কর গল্পটিই আপনাদের শুনাচ্ছি।

ইতিহাসখ্যাত শায়খ ও বুযুর্গ শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, একবার আমি এক জাহাজে সফর করছিলাম। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের তাণ্ডবে জাহাজটি এক দ্বীপে গিয়ে ভিড়ল। দ্বীপে নেমে দেখতে পেলাম সেখানে এক লোক মূর্তি পূজা করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার উপাসনা করে যাচ্ছো?

সে মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই মূর্তির পূজা করছি।

আমি তাকে বললাম,

এটা তো তোমার স্রষ্টা নয়; কেননা, সে নিজেই অন্যের বানানো। সে চলতেও পারে না, দেখতেও পারে না আর না তার কোনো কিছু করার ক্ষমতা আছে। তুমি ধাক্কা মারলেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। আমাদের স্রষ্টা তো সেই মহা শক্তিশালী সত্ত্বা যিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

যিনি চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করছেন। যার হাতেই আমাদের জীবন-মরণ।

সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে তোমরা কার উপাসনা কর?

আমি বললাম, আমরা সেই মহান প্রতিপালকের উপাসনা করি যিনি বিশাল আরশের অধিপতি, যার আরশ সপ্ত আসমানের উপরে অবস্থিত। যার নিয়ন্ত্রণে এই বিশাল ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল। তাঁরই ইশারাতে জীবিত ও মৃতদের ভাগ্য নির্ণীত হয়।

তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই এভাবে প্রকাশ করেছেন–

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ مَا
نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ
نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ
نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا
لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

'আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি: তাহলে কেন তোমরা তা বিশ্বাস করছো না?

তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমরা যে বীর্যপাত করছো সে সম্পর্কে? তা কী তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই তার স্রষ্টা?

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই; তোমাদের স্থানে তোমাদের বিকল্প আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জান না। আর তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেছো: তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছো না?

তোমরা আমাকে বলো, তোমরা জমিনে যা বপন কর সে ব্যাপারে, তোমরা তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে–(এই বলে,)

'নিশ্চয় আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে গেলাম; বরং আমরাতো সর্বস্ব হারিয়ে নিস্ব হয়ে গেলাম।'

তোমরা যে পানি পান কর সে ব্যাপারে আমাকে বলো।

বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কী তা বর্ষণ কর, না আমিই বৃষ্টি বর্ষণকারী? ইচ্ছা করলে আমি তা লবণাক্ত করে দিতে পারি: তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও না?

তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে ব্যাপারে আমাকে বল, তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন কর, না আমি করি?

একে আমি করেছি এক স্মারক ও মরুবাসীর প্রয়োজনীয় বস্তু।

অতএব, তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ্ পাঠ কর।'[১]

তিনি তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে আরও চমৎকার করে বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَ یَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ۝ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ۝ فَانْظُرْ اِلٰۤی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

'আল্লাহ, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন ফলে তা মেঘমালাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড– বিখণ্ড করে দেন, ফলে তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের উপর ইচ্ছা বারি বর্ষণ করেন, তখন তারা হয়

১. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৭-৭৪

আনন্দিত। যদিও এর আগে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা ছিল নিরাশ।

অতএব, তুমি আল্লাহর রহমতের দিকে দৃষ্টি দাও কীভাবে তিনি জমিনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। এভাবেই তো আল্লাহ মৃতকে জীবিতকারী এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'[১]

তিনি আরও বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ۫ۚ۝۷۹ وَ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَ عَلَیْهَا وَ عَلَی الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَؕ۝۸۰

'আল্লাহই তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এদের কতকের উপর আরোহণ করতে পার আর কতক তোমরা খেতে পার। (যেমন গরু, মহিষ, ভেড়া, বকরি ইত্যাদি পশু আমরা যবাই করে খেয়ে থাকি।) আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার এবং যাতে তোমরা নিজদের অন্তরে যে প্রয়োজন অনুভব কর, ওগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার। (ইত্যাদি পশুর চামড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি অনেক আসবাবও আমরা ব্যবহার করে থাকি।) ওগুলোর উপর আর নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান।

অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?'[২]

তিনি আরও বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَۚ۝۱۲ وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی

১. সূরা রূম, আয়াত : ৪৮-৫০
২. সূরা মুমিন, আয়াত : ৭৯-৮১

السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

'আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন; যেন তাঁরই আদেশক্রমে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করে তোমরা শোকর আদায় করতে পার। আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে জমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল কওমের জন্য নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[১]

তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে আরও চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۰﴾ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۱﴾

'তিনি (আল্লাহ যিনি) খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছো, আর জমিনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর আসমান থেকে আমি পানি পাঠাই। অতঃপর তাতে আমি জোড়ায় জোড়ায় কল্যাণকর উদ্ভিদ জন্মাই। এ আল্লাহর সৃষ্টি; অতএব, আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া আর যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে! বরং জালিমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।'[২]

সে এসব শুনে খুবই বিস্মিত হলো এবং সে তা এমন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনল যেন জীবনে এই প্রথম সে এগুলো শুনেছে। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, এগুলো তোমরা জানতে পেলে কীভাবে?

---

১. সূরা জাসিয়া, আয়াত : ১২-১৩
২. সূরা লুকমান, আয়াত : ১০-১১

আমি বললাম,
সেই রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ আমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাদেরকে এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আমাদের নিকট দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর যখন তাঁর কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছে তিনি আবারো তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন।

সে জিজ্ঞেস করল,
আল্লাহর সেই রাসূল তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ কী রেখে গেছেন?

আমি বললাম,
একটি কিতাব রেখে গেছেন যার নাম আল কুরআন। বা কালামুল্লাহ-আল্লাহর কালাম।

সে বলল, আমাকে তা দেখাও।
আমরা তার কাছে একটা কুরআনের কপি পেশ করলাম।
সে বলল, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না; তোমরা আমাকে এর কিছু অংশ পড়ে শুনাও।

আমরা তাকে একটি সূরা পড়ে শুনালাম।
সে তাতে এতই প্রভাবিত হলো যে, তার চক্ষু দিয়ে অঝরে পানি ঝরতে লাগল। তার অবস্থা দেখে মনে হলো কুরআন তার শরীরের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রভাব সৃষ্টি করছে। তার সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেল।

সে বলতে লাগল,
এটা নিশ্চয় একজন মহান সত্ত্বার কালাম যাকে কখনওই অমান্য করা উচিত নয়; যার প্রতিটি আদেশ মনে প্রাণে মেনে নেওয়া উচিত। তারপর সে বলল, তোমরা আমাকে তোমাদের ধর্মের কালিমা পড়াও এবং আমাকে মুসলমান বানিয়ে দাও।

এভাবে সে মুসলমান হয়ে গেল। আমরা তাকে কিছু সূরাসহ দ্বীন ইসলামের জরুরি কিছু মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিলাম। দিন গড়িয়ে রাত পড়ল। আমরা বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লাম। আমাদের বেঘোরে ঘুমের অবস্থা দেখে সে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল,

ভাই, তোমরা যেই সত্ত্বার গুণাগুন আমার কাছে বর্ণনা করলে, যার সৃষ্টি তত্ত্ব ও ক্ষমতার কথা বর্ণনা করলে এবং তোমরা যার উপাসনা কর তিনি কী নিদ্রা যান?

আমরা বললাম,

না, তিনি কখনও নিদ্রা যান না এমনকি তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করে না। তিনি সর্বদা সজাগ ও জাগ্রত।

তখন সে বলল,

তোমরা তাঁর কেমন বান্দা যে, তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক কখনও ঘুমান না; অথচ তোমরা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছো?

তার এ কথায় আমরা খুবই অবাক হলাম যে, সে এত অল্প সময়েই মহান আল্লাহর এমন অনুগত বান্দা হয়ে গেছে যে, রাতের ঘুমানোটাও তাঁর কাছে তাঁর নাফরমানী মনে হচ্ছে।

আমরা কয়েকদিন সেখানে থাকার পর সেখান থেকে অন্যত্র সফর করার ইচ্ছা করলাম। রওনা করার প্রাক্কালে সে আবেদন করল, তোমরা যেখানে সফর করবে আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে চল। আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম এবং তাকে আমাদের সঙ্গী করে নিলাম। চলতে চলতে আমরা 'আবাদান' নামক স্থানে পৌঁছলাম।

আমি সাথীদেরকে বললাম, লোকটি নতুন মুসলমান হয়েছে, তাছাড়া তার কাছে হয়তো প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদও নেই তাই তোমরা যে যা পারো তাকে সাহায্য করো। সুতরাং আমরা কিছু টাকা-পয়সা জমা করে তার হাতে দিয়ে বললাম, ভাই তুমি এগুলো তোমার প্রয়োজনে খরচ করো।

সে আমাকে অবাক করে দিয়ে বলতে লাগল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা তো বড় বিস্ময়কর মানুষ, তোমরাই আমাকে পথ বাতলে দিলে আর তোমরা নিজেরাই পথহারা হয়ে যাচ্ছো?

আশ্চর্য! আমি ওই দ্বীপে মূর্তির পূজা করতাম, আল্লাহকে জানতাম না, মানতাম না। তাকে চিনতামও না। তবুও তিনি আমাকে কখনও অভাব-অনটনে রাখেননি। আর এখন তো আমি তাঁকে চিনেছি, জেনেছি এবং তাঁকে মানছি তাহলে এখন তিনি কীভাবে আমাকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন?

এভাবেই সে আমাদের কোনো সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া চলতে লাগল। তিনদিন পর এক সাথি এসে আমাকে জানাল, তিনি প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমি দৌড়ে তার কাছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কী?

সে বলল, না, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। যেই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আমার কাছে হেদায়াতের বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই মহান প্রতিপালকই আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছেন।

শায়খ আব্দুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ রহ. বলেন, দীর্ঘক্ষণ তার পাশে থাকার পর আমার তন্দ্রা চলে এলো আমি তার পাশেই একটু হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি একটি শস্য শ্যামল সবুজ বাগান। বাগানের মাঝখানে একটি মনোরম প্রাসাদ। তার ভেতরে স্বর্ণখচিত একটি মূল্যবান সিংহাসন। সেই সিংহাসনে বসে আছে একজন অনিন্দ সুন্দরী ও ডাগরনয়না রমণী।

যার সৌন্দর্যে প্রাসাদময় আলোকিত হয়ে আছে।
তার শরীরের সুবাসে প্রাসাদের চারপাশ মোহিত হয়ে আছে।
তার শরীরের প্রতিটি অলংকার থেকে সূর্যের কিরণের ন্যায় আলো ঠিকরে পড়ছে।

তার পোশাকের শুভ্রতায় পুরো প্রাসাদ শুভ্র আভায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

সে যেন কার অপেক্ষায় বসে আছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল–

তোমাদের কাছে যেই নওমুসলিম বসবাস করছে তাকে দ্রুত আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার বিচ্ছেদে আমার অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। আমি তার বিরহে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছি। তুমি গিয়ে তাকে দ্রুত আমার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।

তার মুখের মিষ্টি আওয়াজে আমি বিমোহিত হলাম। এমনই মোহগ্রস্ত অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেল। দেখতে পেলাম সেই নওমুসলিম পার্থিব জগত ত্যাগ করে পরজগতে পাড়ি জমিয়েছে। ইতিমধ্যে আমার সকল সফর সঙ্গীরাও কাছে এসে ভিড়েছে। আমরা দ্রুত তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলাম। এবং তাকে সেখানেই একটি বাগানে দাফন করে দিলাম।

রাত হয়ে গেল।

আমরা সকলে বিশ্রামে চলে গেলাম।

আমিও শুয়ে পড়লাম। শরীরটা ক্লান্ত থাকায় খুব দ্রুতই ঘুম চলে এলো। আবারও স্বপ্নে দেখি–

সেই বাগান, সেই প্রাসাদ, সেই সিংহাসন।

সেটা যেন আগের চেয়ে আরও বেশি সাজানো গুছানো ও মনোরম।

সেই সিংহাসনে বসে আছে সেই রমণী আর তার পাশেই জান্নাতি পোশাকে বসে আছে সেই নওমুসলিম।

তার চেহারায় আনন্দের উজ্জ্বলতা। পরম ও চরম সুখের তৃপ্তি।[১]

> فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾
>
> 'অতঃপর কোনো ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ।'[২]

---

১. আল্লামা ইয়ামেনি ইয়াফেয়ী রহ. : রওজুর রিয়াহীন
২. সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৭

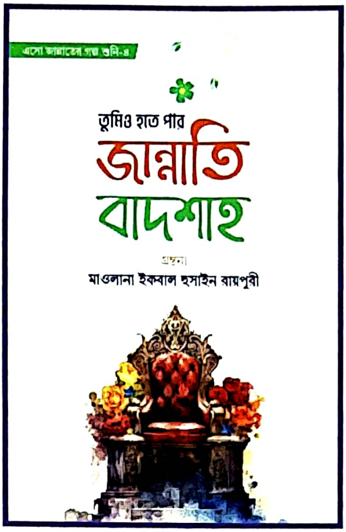

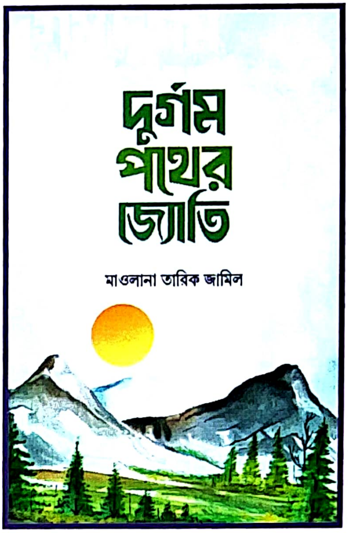

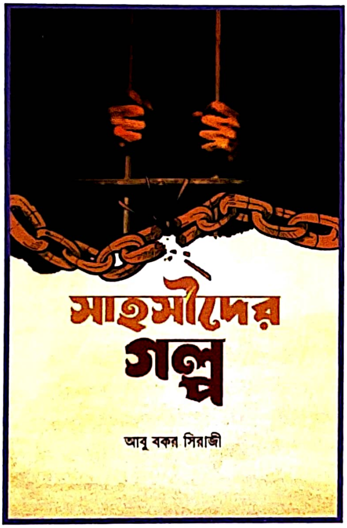

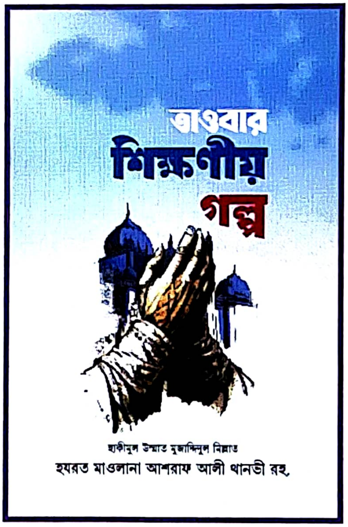

আশরাফী
বুক ডিপো

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র
কওমী মার্কেট, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দ্বিতীয় শাখা
ইসলামী টাওয়ার ১১, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

০১৯১১-২৯০১৩২, ০১৭০৭-২৯০১৩২

Cover : Abul Fattah Munna 01914783567